বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.005

বাংলা সাহিত্যচর্চা ও গবেষণায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৬৬-২০২৫

নুরুল আমিন*

সারসংক্ষেপ

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যচর্চায় ও বাংলা সাহিত্য-গবেষণায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। বর্তমান গবেষকের কাছে যা কিছু তথ্য-উপাত্ত রয়েছে– তার একটা বিহিত ইতিহাস হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ই বর্তমান প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালে 'শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দিবস উদযাপন সংসদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে'র পক্ষ থেকে ড. আবদুল আউয়াল কর্তৃক প্রকাশিত এবং তখনকার (১৯৬৯) এম.এ. দ্বিতীয় পর্ব বাংলার ছাত্র চৌধুরী জহুরুল হক সম্পাদিত *ঐতিহ্য* শীর্ষক সাহিত্যস্মারক গ্রন্থটি, সাহিত্যচর্চার অসাধারণ একটি নিদর্শন। দ্বিতীয়ত, বাংলা সাহিত্যগবেষণায় ১৯৬৮ সালের মার্চে সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা সাহিত্য সমিতি' কর্তৃক প্রবর্তিত *পাণ্ডুলিপি* শীর্ষক সাহিত্য-গবেষণা পত্রিকাটি একটি মাইলফলক। বাংলাদেশের সাহিত্য-গবেষণায় এর অবদান কোনো ভাবেই অস্বীকার করা চলে না। অতএব বর্তমান প্রবন্ধে সঙ্গত কারণেই এই দুটো উপাদান প্রাধান্য পাবে। তবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ-জার্নালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য-গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও আমরা তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি। এর পর রয়েছে আটান্ন বছরের এম.ফিল-পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভের খতিয়ান।

চাবি শব্দ: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা সাহিত্য, গবেষণা।

এক

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম স্বপ্নদ্রষ্টা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত পণ্ডিত ও বহুভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। অধ্যাপক আহমদ হোসেন জানান, '১৯৬১ সালের ৭ই মে রবিবার ... প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর এক উদ্দীপনাব্যঞ্জক ও গুরুত্বপূর্ণ পত্রের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব রম্য নিকেতন, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব-সম্পন্ন চট্টগ্রাম নগরীতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালাবার জন্য আমাকে অনুপ্রাণিত করেন এবং স্বয়ং চট্টগ্রাম পদার্পণ করে এ সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করবেন বলে আশ্বাস দেন।'[১] এর পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম সভায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপস্থিত হয়ে 'তাঁর গভীর চিন্তাপ্রসূত সারগর্ভ ভাষণ' দিয়ে সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন এবং তিনি 'প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন'।[২] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছিলেন, ১৯৫৬-৫৭ সনে তিনি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

* অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, আই.আই.ইউ.সি.; প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যক্ষ পদে সমাসীন ছিলেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের সমীপে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণে চট্টগ্রামে প্রদেশের তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। উক্ত প্রস্তাবের সপক্ষে তিনি যে সমস্ত যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছিলেন সেগুলো এখনও বলবৎ এবং বৈধ রয়েছে। তাঁর মতে, চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বার্মা, মালয়, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীন এবং দূর-প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মুসলিম শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হয়ে জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারবে। অধিকন্তু, অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের রম্য নিকেতন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই চট্টগ্রাম নগরীতে বিশ্বের সকল দেশের মানুষ অতি সহজেই আকাশ, স্থল এবং জলপথে যাতায়াত করতে সমর্থ হবে।[৩] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আটান্ন বছর পার হলেও বলা যাবে না, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র স্বপ্ন কিংবা ভিশন (vision) পূরণ হয়েছে। বরং তাঁর ভিশন পূরণেরই সময় ও সুযোগ এসেছে বলা যায়। এর জন্য যে মিশন (mission) বা লড়াই প্রয়োজন তা চালিয়ে যেতে হবে।

সে যাই হোক, ইতিহাস বলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর।[৪] অর্থাৎ ঐ দিনই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট।[৫] এবং ১৯৬৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করে প্রফেসর ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিককে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। ডক্টর মল্লিক সে বছর ৯ অক্টোবর উপাচার্য পদে যোগদান করেন। বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের তৃতীয় সাধারণ অর্থাৎ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ইতঃপূর্বে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রধানত বাংলা বিভাগের *সাহিত্য পত্রিকা* ও পিএইচ ডি, এম ফিল-এর মাধ্যমে) এবং ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রধানত বাংলা বিভাগের *সাহিত্যিকী* ও পিএইচ ডি, এম ফিল-এর মাধ্যমে) বাংলাদেশের সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-গবেষণার যে ভিত তৈরি করে– তার সমৃদ্ধিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-গবেষণা তখন অনেকটা আন্তর্জাতিক মানকে ছুঁয়ে যায়। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ১৯৬৬ সালের ১৬ নভেম্বর সিনিয়র লেকচারার (বর্তমানে সহকারী অধ্যাপক) পদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রথম শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর তিন মাস পর ১৯৬৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান বাংলা একাডেমির পরিচালকের পদ ত্যাগ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। প্রফেসর মোহাম্মদ আলী জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকে প্রফেসর পদে নিযুক্ত হন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান। সৈয়দ আলী আহসানকে বোধ করি একরকম জোর করে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়েছিল– কেননা তৎকালীন সরকারের দৃষ্টিতে তিনি বাংলা ভাষার একজন লেখক-গবেষক হিসেবে অ-পাকিস্তানি কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলেন এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক পদ থেকে তাঁকে সরানো অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল।[৬] তবে এতে দুটো ভালো ফল হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা। 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সৈয়দ আলী আহসানের মত একজন বিদ্বৎজনকে পেয়ে যেমন লাভবান হয়েছিল তেমনি চট্টগ্রামে সৈয়দ আলী আহসান যে কটি বছর

ছিলেন, সে বছরগুলি তাঁর সৃজনশীল রচনা ও গবেষণার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছিল এবং শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তিনি যে একটি মান নির্মাণ করেছিলেন তা আজো সংশ্লিষ্ট সকলের গর্বের বিষয় হয়ে আছে।'[৭]

সৈয়দ আলী আহসান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর বাংলা বিভাগকে যেমন গড়ে তুলবার জন্য সচেষ্ট হন, তেমনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প-সাহিত্যচর্চার আবহও গড়ে তোলেন। বিভাগে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী দক্ষ শিক্ষকদের জড়ো করার দ্বার অবারিত করেন। ১৯৬৭-তে বাংলা একাডেমি ছেড়ে যোগ দেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, ১৯৬৮-র ফেব্রুয়ারিতে যোগ দেন ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, একই বছর যোগ দেন হায়াৎ মামুদ, ১ মে ১৯৬৮-তে যোগ দেন রাজিয়া সুলতানা, ৬ এপ্রিল ১৯৬৮-তে যোগ দেন মাহবুব তালুকদার, ৬ মে ১৯৬৮-তে যোগ দেন দিলওয়ার হোসেন, ৮ মে ১৯৬৮-তে যোগ দেন মনিরুজ্জামান, ২৬ আগস্ট ১৯৬৮-তে যোগ দেন ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরেশী, ৩ জুন ১৯৬৯-এ যোগ দেন ডক্টর আনিসুজ্জামান ও একই বছর ৭ মে যোগ দেন খালেদা হানুম, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০-এ যোগ দেন হুমায়ুন আজাদ, একই বছর যোগ দেন খায়রুল বশর (রশীদ আল ফারুকী), ৩ মে ১৯৭৩-এ যোগ দেন ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, একই বছর যোগ দেন ভূঁইয়া মোঃ ইকবাল, ১৯৭৫-এ যোগ দেন চৌধুরী জহুরুল হক। শুধু বাংলা বিভাগ কেন, এই সময় ১৯৭০-এ চারুকলা বিভাগে যোগ দেন আ র জিয়া উদ্দিন হায়দার (জিয়া হায়দার), ১৮ জুলাই ১৯৭২-এ ইতিহাস বিভাগে হায়াত হোসেন, ১ আগস্ট ১৯৭৩-এ চারুকলা বিভাগে যোগদেন মুর্তজা বশীর প্রমুখ। উপর্যুক্ত শিক্ষকগণ শুধু শিক্ষক-গবেষকই ছিলেন না বরং তাঁরা প্রায় অধিকাংশই নিয়মিত সাহিত্যচর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। এক্ষেত্রে বাংলা বিভাগের শিক্ষকরাই অগ্রগণ্য। বিশেষ করে এই বিভাগের প্রধান, বিশিষ্ট কবি ও গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, 'বাংলা বিভাগের কাজে নিয়মিতভাবে বাইরে থেকে যাঁদেরকে এনেছি তাঁরা হচ্ছেন– মরহুম মুহম্মদ আবদুল হাই, মরহুম ড. মুহম্মদ এনামুল হক, মরহুম মুনীর চৌধুরী, ড. মাযহারুল ইসলাম, শওকত ওসমান এবং এ রকম আরো কয়েকজন।'[৮] এ ছাড়া, 'বাংলা বিভাগের বনভোজনে বাইরের কিছু কিছু লোককেও আমরা মাঝে মাঝে ডাকতাম। এদের মধ্যে কবি আল মাহমুদ একজন। আমি ঢাকা ছেড়ে চট্টগ্রামে চলে আসার ফলে আল মাহমুদও আমাকে অনুসরণ করে। সে চট্টগ্রামের একটি প্রকাশন সংস্থায় কাজ জুটিয়ে নেয় এবং বাংলা বিভাগের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় যুক্ত হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম অবস্থানকালে আল মাহমুদ তাঁর *সোনালী কাবিন* নামক বিখ্যাত কবিতাগুচ্ছ রচনা করেন। আল মাহমুদকে আমি বাংলা বিভাগেও নিয়ে এসেছি ছাত্রদের সাথে কথা বলার জন্য। আল মাহমুদের মধ্যে একটি গ্রামীণ সততা এবং সরলতা আছে যা দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে সে ছাত্র-ছাত্রীদের মন জয় করতে পেরেছিল।'[৯] সৈয়দ আলী আহসান জানান, 'বাংলা বিভাগে আমরা একবার কবি নজরুল ইসলামের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি এবং পুস্তকাদির প্রদর্শনী করেছিলাম। এটি আয়োজন করেছিল আবদুল কাইয়ুম। কাইয়ুমের নিজস্ব সংগ্রহে কাজী নজরুল ইসলামের স্বহস্তে লিখিত বই ছিল। প্রদর্শনীটি সকলের দৃষ্টিতে পড়েছিল এবং প্রশংসা অর্জন করেছিল।'[১০] সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতিকথা থেকে আরও জানা যায়, সে সময় আধুনিক সাহিত্যের বাইরে গিয়ে প্রাচীন পুঁথি-সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি আবদুস

সাত্তার চৌধুরীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন– যার ফলে পরাগল খাঁ'র *মহাভারত*, ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে ফকির মোহাম্মদ কর্তৃক লিপিকৃত *কিস্‌সা মধুমালতী* তথা *মধুমালতী* পুঁথিসহ আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সাহিত্যের হদিস মিলেছিল।[১১]

দুই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যগবেষণার ইতিহাস বর্ণনায় প্রথমেই বলতে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ইতিহাস – এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনাপর্বে অতীব গৌরবের একটি অধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ১৯৬৯ সালের মার্চের প্রথম দিকে 'অমর একুশের শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উদ্‌যাপন সংসদ' গঠিত হয়। এই সংসদের সভাপতি বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, সাধারণ সম্পাদক বাংলা বিভাগের ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল এবং কোষাধ্যক্ষ ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ আবদুল মোমেন; সাধারণ সদস্য বিভিন্ন বিভাগের উনিশ জন শিক্ষার্থীসহ প্রচারে ছিলেন বাংলা বিভাগের এম.এ দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষার্থী আবুল কাসেম সন্দ্বীপ ও অর্থনীতি বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান। আর এর 'স্মরণিকা সংসদের' প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান এবং স্মরণিকা-সম্পাদক বাংলা এম.এ দ্বিতীয় পর্বের শিক্ষার্থী চৌধুরী জহুরুল হক। অন্যান্য উপদেষ্টা ডক্টর জাকিউদ্দিন, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর, অধ্যাপক আহমদুর রহমানসহ আরো এগারো জন শিক্ষার্থী সদস্য হন। এই উদ্‌যাপন সংসদ কর্তৃক চৌধুরী জহুরুল হক সম্পাদিত ও ডক্টর আবদুল আউয়াল প্রকাশিত *ঐতিহ্য* শীর্ষক বোর্ডবাঁধাই বুক সাইজের যে-স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল তা শৈল্পিক মানসম্পন্ন চমৎকার একটি সাহিত্যকর্ম। এমন নির্ভুল ও মানসম্পন্ন সংরক্ষণযোগ্য স্মরণিকা খুব বেশি একটা চোখে পড়ে না। এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩১৮, প্রচ্ছদশিল্পী সবিহ-উল-আলম, মুদ্রণে চট্টগ্রাম আর্ট প্রেস, শুভেচ্ছা মূল্য এক টাকা, তাও আবার 'বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদস্মৃতি তহবিলে জমা হবে'। বলা হয়েছে, *ঐতিহ্য* শহীদদের স্মৃতিতে নিবেদিত।[১২]

ঐতিহ্য স্মারকগ্রন্থটির সূচিপত্রে চৌদ্দটি পর্ব হলেও মূলত চারটিই সাহিত্যপর্ব : সংকলন, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প। বাকি দশটি তালিকাকে বলতে হয় সাহিত্যিক তথ্য, বিজ্ঞাপন ও কমিটির শৈল্পিক বিন্যাস। সংকলনপর্বে বাংলা ভাষার কালগত ও সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ থেকে আধুনিক বাংলা কবিতা পর্যন্ত প্রতিনিধিত্বশীল আঠারো জন প্রধান কবির কবিতা এতে তুলে ধরা হয়েছে : লুইপাদ, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শাহ মুহম্মদ সগীর, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ হামজা, গরীবুল্লাহ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামনিধি গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জসীমউদ্‌দীন, কাজী নজরুল ইসলাম, বিষ্ণু দে, ফর্‌রুখ আহমদ। এঁদের উল্লেখযোগ্য কবিতা সংকলনের পূর্বকথাটুকু বেশ সারগর্ভ, প্রাঞ্জল ও ইতিহাসসমৃদ্ধ। তারপর 'কবিতা' পর্বে লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, মতিউল ইসলাম, আল মাহমুদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সুব্রত বড়ুয়া, প্রিয়তোষ ভট্টাচার্য, জামালউদ্দীন হোসেইন, কৃষ্ণা দে, আবুল কাশেম

সন্দীপ, মনজুরুল হক হেলাল, দানীউল হক, দিলীপ কুমার লাহিড়ী, অনীশ বড়ুয়া, আবদুর রাজ্জাক, কঙ্কন নন্দী, রবীন সমদ্দার, শামসুল হুদা, বাবুল পাটোয়ারী, বদরুল ইসলাম, মেহেবু মোখলেস পারুল, আশরাফুল হক, মাহবুব উল আলম চৌধুরী। এঁদের লেখা *ঐতিহ্যে*'র কবিতাসমূহ শিল্পে যেমন মানসম্পন্ন, চেতনায়ও তেমনি সমৃদ্ধ। প্রধানত বাংলা ভাষা, দেশমাতৃকা, একুশের চেতনা, মৃত্তিকালগ্ন প্রেম এসব কবিতায় উপজীব্যের আসন অলংকৃত করেছে। প্রায় প্রতিটি কবিতাই উপভোগ্য।

'প্রবন্ধ' অংশে রয়েছে সেই সময়কার ষোল জন প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ। আবুল ফজলের 'চাঁদ ও কবিতা', মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'বাংলা ভাষার পদ-বিভাগ', রণধীর বড়ুয়ার 'বাংলা ভাষার কথা', মোঃ রশিদুল হকের 'মাতৃভাষায় গণিতচর্চা', মোঃ শামসুল হকের 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা', আব্‌দার রশীদের 'সার ও রস', মনিরুজ্জামানের 'নবীন সেন', দিলওয়ার হোসেনের 'জৈবনিক উপস্থিতি– তার সাক্ষাৎকার', আবুল মোমেনের 'সাহিত্যশিল্পী ও আন্দোলন', ভবেন্দ্র নারায়ণ বর্মনের 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ', সাইয়্যিদ মুজিবুর রহমানের 'নজরুল : গণ-মানস', মাখনচন্দ্র দাশের 'রবীন্দ্রনাথের প্রাক-মানসী কাব্যের ভাবধারা', রাজিয়া সুলতানার 'কুহেলিকায় নজরুল মুহূর্ত', মাহবুব তালুকদারের 'হে আমার আঁখি তারা', মোহাম্মদ খালেদের 'একান্ত ব্যক্তিগত', মাহমুদুল হাসানের 'একটি নাম, একটি প্রতিভা'। লক্ষণীয়, অধিকাংশ প্রবন্ধেরই লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মাত্র কয়েকজন সরকারি কলেজের অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। সর্বশেষ জন অর্থনীতির শিক্ষার্থী, তাও লিখেছেন সেই সময় সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া জাপানি সাহিত্যিক কাওয়াবাতা ইউসুনারি সম্পর্কে। বাকি প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই বিষয়ে, ভাষায় স্টাইলে মানসম্পন্ন। কোনটা ছেড়ে কোনটার রসাস্বাদন করি– এমনই অবস্থা। প্রবন্ধসমূহে সৃজনশীলতা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধরসে এগুলোর অনেকটা যেমন ঋদ্ধ, তেমনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানের শিক্ষকের বিজ্ঞ অভিমতেও সমৃদ্ধ কিছু প্রবন্ধ।

'গল্প' অংশে এগারো জন গল্পকারের এগারোটি গল্পের চমৎকার সন্নিবেশ ঘটেছে। আবু রুশ্‌দের 'রদবদল', নাজমুল আলমের 'নৈর্ব্যক্তিক', মমতাজ উদ্দিন আহমেদের 'দীপটিবাস', সুচরিত চৌধুরীর 'একটি গাছ ছায়া নেই', চৌধুরী জহুরুল হকের 'শাড়ীর রঙে রং', মাহমুদুর রহমান মান্নার 'একটি মিনারের জন্মকথা', নিলুফার খানমের 'দাহ', নাসিমুজ্জামান পান্নার 'আলোর নিঃসঙ্গতায়', লিয়াকত হোসেনের 'একগুচ্ছ রজনীগন্ধা', শাহেদা খানের 'মা', ফেরদৌসী বেগমের 'ঝিমিয়ে পড়া সন্ধ্যে' মোহময় একটি গল্পের জগৎ সৃষ্টি করেছে। লক্ষণীয়, মাহমুদুর রহমান মান্নাও চমৎকার একটি গল্পের জনক। বলাবাহুল্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পে ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য ও আবহকে ধারণ করার প্রয়াস রয়েছে। *ঐতিহ্য* স্মরণিকার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপকার' অংশে কবিতা, গদ্য ও নাটক পর্বে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক শিল্পীদের জন্ম তারিখসহ যে তালিকা তৈরি করা হয় তা অত্যন্ত বিজ্ঞতাপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধানী পাঠক এখনও এই তালিকা থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের লেখক সম্পর্কে সংক্ষেপে সঠিক ধারণা পেতে পারেন।

এছাড়া 'প্রসঙ্গ কথা' অংশে (১) শহীদ মিনারের জন্য স্থান চিহ্নিতকরণ, (২) সাহিত্য-আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং (৩) স্মারক [গ্রন্থ] প্রকাশ সম্পর্কে ডক্টর আবদুল আউয়ালের বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য

রয়েছে। 'শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উদ্‌যাপন সংসদ' অংশে 'কেন্দ্রীয় সংসদ', 'অর্থব্যয় সংসদ', 'সঙ্গীতানুষ্ঠান সংসদ', 'শহীদ মিনার স্থান নির্বাচন সংসদ' ও 'স্মরণিকা সংসদ'-সমূহের পূর্ণাঙ্গ কমিটির নাম রয়েছে – যা এখন ইতিহাসের উপাদানে পর্যবসিত হয়েছে। সব শেষে 'বিজ্ঞাপন' অংশে শৈল্পিক আঙ্গিকে সুবিন্যস্ত বিজ্ঞাপন স্মরণিকাটিকে সুন্দর একটি গ্রন্থে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই *ঐতিহ্য* ইতিহাসের স্মারক হয়ে থাকবে।

তিন

দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যগবেষণার আলোচনার শুরুতেও আসে বাংলা বিভাগ এবং সৈয়দ আলী আহসানের নাম। বাংলা বিভাগে তাঁর অভিভাবকত্বে ১৯৬৮ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা সাহিত্য সমিতি'। বাংলা সন অনুযায়ী সে প্রতিষ্ঠা তারিখটি ছিল ১ বৈশাখ ১৩৭৫। 'এর মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাপত্র *পাণ্ডুলিপি*। বাংলাদেশে ভাষা-সাহিত্যের গবেষণার ইতিহাসে এই পত্রিকা বিশিষ্ট হয়ে আছে এবং তা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চার অনুকূলেও প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বাংলা সাহিত্য সমিতি বিভিন্ন সময়ে স্নাতক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য বের করেছে কবিতা-সংকলন, প্রবন্ধ-সম্ভার এবং নানা সম্পাদিত গ্রন্থ। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থও সমিতি বের করেছে।'[১৩] সে গবেষণাগ্রন্থগুলো হলো :

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম: *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা* (১৯৭০)
২. আহমদ কবির: *রবীন্দ্রকাব্যে প্রতীক ও উপমা* (১৯৭৪)
৩. আনিসুজ্জামান: *আঠারো শতকের বাংলা চিঠি* (১৯৮২)
৪. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ: *রমেশ শীল : অপ্রকাশিত কবিতাবলী* (১৩৯০)
৫. মনসুর মুসা: *বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা* (১৩৯১)
৬. নুরুল আমিন: *বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনা* (১৯৮৭)

এছাড়া মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল সম্পাদিত *মীর মশাররফ হোসেন বিরচিত বসন্তকুমারী* (১৯৬৯) ও *রত্নবতী* (১৯৬৯), মমতাজ উদ্দিন আহমেদ সম্পাদিত *বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা* (১৯৭০), মনিরুজ্জামান সম্পাদিত *দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত নূরজাহান ও সাজাহান* (১৯৭০), আনিসুজ্জামান সম্পাদিত *মীর মশাররফ হোসেন রচিত এর উপায় কি?* (১৯৭৪), আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সম্পাদিত *শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দেনা-পাওনা* (১৯৭৪), আবদুল করিম সম্পাদিত *নসরুল্লাহ খন্দকার বিরচিত শরীয়তনামা* (১৯৭৫), আবু হেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত *ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কলিকাতা কমলালয়* (১৯৭৫), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত *শাহ সৈয়দ আলাওল পদ্মাবতী* (১৯৭৫) এবং মাহবুব-উল আলম রচিত উপন্যাস *মো'মেনের জবানবন্দী* (১৯৭৩) প্রকাশ করে। বাংলা বিভাগের সভাপতি থাকাকালে ডক্টর রশীদ আল ফারুকী বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষৎ-এর পক্ষ থেকে ১৯৮৭-তে বের করেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত আলাওলের *পদ্মাবতী* এবং ভূঁইয়া ইকবাল ও নুরুল আমিন-কে সহযোগী সম্পাদক করে প্রকাশ করেন

কাজী আবদুল ওদুদ-প্রসঙ্গ গ্রন্থটি। এভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ-কেন্দ্রিক সাহিত্য-গবেষণার যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তারই চূড়ান্ত ফল লক্ষ করা যায় সাহিত্যের গবেষণাপত্রিকা *পাণ্ডুলিপি*র সংখ্যাসমূহে।

পাণ্ডুলিপি বিগত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের সাহিত্যগবেষণায় যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তা স্বতঃস্বীকার্য। ডক্টর মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া বলেন, '*পাণ্ডুলিপি* বাংলা গবেষণা ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অভিধা হয়ে উঠেছে। এর প্রতিটি সংকলন এক একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।'[১৪] সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় *পাণ্ডুলিপি* প্রথম সংখ্যা (১৩৭৬)-এর প্রবন্ধগুলো হলো: '*তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য*' : সৈয়দ আলী আহসান, 'পাঠ ও পাঠ সমালোচনা' : মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, 'কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর কে?' : আবদুল করিম, '*মেঘ-দূত* প্রসঙ্গ': অজিতকুমার গুহ, 'গরীবুল্লাহর ইউসুফ *জোলেখা*' : মাহবুব তালুকদার, 'কবি কায়কোবাদ ও তাঁর যুগচেতনা' : দিলওয়ার হোসেন, 'নাট্যকার মীর মশার্‌রফ : *বসন্তকুমারী*' : মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'বাংলা গদ্য ও প্যারীচাঁদ মিত্র, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই' : মোহাম্মদ আবু জাফর, 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' : আনিসুজ্জামান। লেখার বিষয় ও লেখকের নামই এই সাহিত্যগবেষণা পত্রিকার মান জানান দেয়। পত্রিকার প্রচ্ছদশিল্পী ছিলেন কাইয়ূম চৌধুরী। প্রসঙ্গত, এই একই প্রচ্ছদই শুধু রং বদলিয়ে পরবর্তী সংখ্যাসমূহে ব্যবহৃত হয় – যাতে পত্রিকাটির ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য রক্ষিত হয়েছে। মূল্য ছিল তিন টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৭৭। শেষ পৃষ্ঠায় লেখক পরিচিতি। প্রায় একই আদর্শে ও নীতিমালায় *পাণ্ডুলিপি* ১৯৬৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত একুশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমান লেখক বিভাগে সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর পুনরায় তাঁর সম্পাদনায় *পাণ্ডুলিপি*র দ্বাবিংশ সংখ্যা ২০১৪ সালে এবং ত্রয়োবিংশ সংখ্যা ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়। তখন থেকে *পাণ্ডুলিপি*র লেখাসমূহ অন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কর্তৃক পিয়ার রিভ্যু (Peer review)-র'[১৫] মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। ত্রয়োবিংশ সংখ্যা থেকে *পাণ্ডুলিপি* ISSN নম্বরসহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন নির্দেশিত সকল নিয়ম মেনে (২০১৫ সালে) প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর ডক্টর মহীবুল আজিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *পাণ্ডুলিপি*র চতুর্বিংশ সংখ্যা। দুর্ভাগ্যবশত, তারপর এটির প্রকাশ থেমে যায়। সে যাই হোক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্য-গবেষণায় বিগত পঞ্চান্ন বছরে *পাণ্ডুলিপি* যে অবদান রেখেছে, তা এর চব্বিশটি সংখ্যায় চোখ বুলালেই স্পষ্ট হয়।

সীমাবদ্ধতার কারণে বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উপর্যুক্ত খণ্ড বা সংখ্যাগুলোর সম্পূর্ণ পর্যালোচনার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি। *পাণ্ডুলিপি*র দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে ড. মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের সম্পাদনায়। এতে *বিষাদ সিন্ধু* বিষয়ে মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, নজরুল ইসলামের গান বিষয়ে মোহাম্মদ আলী, *সাপ্তাহিক সুলতান* বিষয়ে মনিরুজ্জামান এবং '*লেবেদেপের নাটক ছদ্মবেশী The Disguise*' বিষয়ে গবেষণা তুলে ধরেন হায়াৎ মামুদ। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৭১। লেখক পরিচিতি চতুর্থ পৃষ্ঠায়। *পাণ্ডুলিপি* তৃতীয় সংখ্যা (১৩৮০), চতুর্থ সংখ্যা (১৩৮১), পঞ্চম সংখ্যা (১৩৮২), ষষ্ঠ সংখ্যা (১৩৮৩), সপ্তম সংখ্যা (১৩৮৬), অষ্টম সংখ্যা

(১৩৮৭) ও নবম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ডক্টর আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায়। তৃতীয় সংখ্যার সূচিপত্র হলো : মোবাশ্বের আলী : 'ঈঙ্কিলাস ও অরেস্টিয়া', আবু হেনা মোস্তফা কামাল : 'উনিশ শতকের কলকাতা: সংস্কৃতির রূপরেখা', খোন্দকার সিরাজুল হক : 'বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগর', গোলাম সাকলায়েন : 'উপেক্ষিত কবি রজনীকান্ত সেন', আহমদ কবির : 'রবীন্দ্র-কাব্য: রূপক-প্রতীক', সুখরঞ্জন চক্রবর্তী : 'ব্যবহারজীবীর পরিভাষা', আনিসুজ্জামান : 'মীর মশাররফ হোসেন রচিত *এর উপায় কি?*' এ সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২১১, মূল্য আট টাকা। চতুর্থ সংখ্যার সূচিপত্রে রয়েছে– আনিসুজ্জামান : 'চর্যাগীতির সমাজচিত্র', আবু কালাম মনজুর মোরশেদ : 'বাংলা যুগ্মধনির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য', মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল : 'বাংলা গদ্যের কথ্যরীতির উদ্ভব ও বিকাশ', মাহমুদ শাহ কোরেশী : 'রোমান্টিসিজমের ফরাশি ভাষ্য', ফরিদা প্রধান : 'বাঙলা সাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত', আবু হেনা মোস্তফা কামাল : 'ভবানীচরণ ও কলিকাতা কমলালয়', আবদুল করিম : 'নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত *শরীয়তনামা*'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+৩০৬, মূল্য দশ টাকা। পঞ্চম সংখ্যার প্রবন্ধাকার ও প্রবন্ধসমূহ হলো– মনসুর মুসা : 'বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', এস এম লুৎফর রহমান : 'চর্যাপদের ধর্ম-দেশনা', আহমদ শরীফ : 'মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তাঁর স্বরূপ', রেজোয়ান হোসেন সিদ্দিকী : 'পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ', আলী আহমদ : 'ইতিহাস গ্রন্থপঞ্জি', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : 'জেম্‌স্ কীথ ও তাঁর *বঙ্গ ভাষার ব্যাকরণ*'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৬৩, মূল্য দশ টাকা। ষষ্ঠ সংখ্যায় লিখেছেন– মোবাশ্বের আলী : '*গ্যেটে ও ফাউস্ট*', মনিরুজ্জমান : 'বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্বের অনুশীলন ১৯৪৭-৭৪', সাঈদ-উর-রহমান : 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম', মুনতাসীর মামুন : 'ঢাকা প্রকাশ ও পূর্ববঙ্গের সমাজ (১৮৬৩-৬৪)', আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ : 'আলাওলের *পদ্মাবতী*'। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+৩৩৯, মূল্য দশ টাকা। উপর্যুক্ত সংখ্যাগুলোর লেখক পরিচিতি চতুর্থ পৃষ্ঠায়। সপ্তম সংখ্যা (১৩৮৬) সম্পাদনা করেন ড. জাহাঙ্গীর তারেক। এ সংখ্যায় লিখেছেন– আহমদ শরীফ : '*গৌরীমঙ্গল* : কবিচন্দ্র মিশ্র বিরচিত', মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল : '*মৃগাবতী* উপাখ্যান', গোলাম সাকলায়েন : 'দুই কবি : মোজাম্মেল হক', সন্‌জীদা খাতুন : '*বিসর্জন* : রূপান্তর', আজহার উদ্দীন খান : 'আচার্য যদুনাথ সরকার', এস. এম. লুৎফর রহমান : 'নজরুল সম্পাদিত *ধূমকেতু* ও তৎকালীন রাজনীতি', ভূঁইয়া ইকবাল : পুস্তক সমালোচনা (আজহার উদ্দীন খান সম্পাদিত *শরৎ-বীক্ষা*)। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৪৪, মূল্য দশ টাকা। পুনরায় ড. আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অষ্টম (১৩৮৭) ও নবম (১৩৮৮) সংখ্যা। অষ্টম সংখ্যায় লিখেছেন– সৈয়দ মুর্তজা আলী : '*তরপের ইতিহাস*', আজহার উদ্দিন খান : 'ভাষাতাত্ত্বিক গোপাল হালদার', শিপ্রা দস্তিদার : 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়', মোহাম্মদ শাহজাহান মিয়া : 'বাংলা পাণ্ডুলিপিতে সাদৃশ্যগত পরিবর্তন', আনিসুজ্জামান : 'আঠারো শতকের বাংলা চিঠি'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২১০, মূল্য দশ টাকা। নবম সংখ্যার প্রবন্ধকার ও প্রবন্ধসমূহ হলো : মুহম্মদ মজির উদ্দিন : 'ড. মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষানুরাগ ও ভাষাতত্ত্ব-সাধনা', রশীদ আল ফারুকী : 'মুহম্মদ আবদুল হাই', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : 'রমেশ শীল : অপ্রকাশিত কবিতাবলী', ভুবন মোহন অধিকারী : 'কাব্যলক্ষণে অলঙ্কারবাদ', মনসুর মুসা : 'বাঙলা পরিভাষা: ইতিহাস ও সমস্যা'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+৩০৭, মূল্য দশ টাকা। ডক্টর দিলওয়ার হোসেন সম্পাদিত দশম সংখ্যায়

লিখেছেন– আহমদ শরীফ : 'একালে নজরুল', সুরেশচন্দ্র মৈত্র : 'রবীন্দ্রনাটকে জনতা ও সমকাল', দিলওয়ার হোসেন : 'মুঘল ইতিহাসে ব্যবহৃত বাংলা উপন্যাস রচনার পটভূমি', ভূঁইয়া ইকবাল : 'পূর্ব বাংলার উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন-চিত্রণ', সুনীতি ভূষণ কানুনগো : 'কবিকঙ্কণের কাব্যে সমকালীন মুসলমান সমাজ'। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৪৫, মূল্য দশ টাকা। ডক্টর রশীদ আল ফারুকী সম্পাদিত একাদশ (১৩৯৩) সংখ্যাটি ভিন্ন প্রচ্ছদের। এ সংখ্যায় লিখেছেন– নারায়ণ চৌধুরী : 'বাংলা উপন্যাসের মোড়বদল', মুহম্মদ শামসুল আলম : 'রোকেয়া : কিংবদন্তি ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত', লায়লা জামান : 'সওগাত ও মোহাম্মদী', ভূঁইয়া ইকবাল : 'আবুল ফজল : ব্যক্তি ও ঔপন্যাসিক', নুরুল আমিন : 'বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসাত্মক রচনা', মনসুর মুসা : 'বাংলা প্রচলন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়', রশীদ আল ফারুকী : 'বাঙলা ভাষা পরিক্রমা' শীর্ষক প্রবন্ধ। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৯৭, দাম বিশ টাকা। ডক্টর খালেদা হানুমের সম্পাদনায় *পাণ্ডুলিপির* দ্বাদশ (১৩৯৪) সংখ্যাটি ছিল 'রবীন্দ্রসংখ্যা'। এতে লিখেছেন– সৈয়দ আলী আহসান: 'রবীন্দ্রনাথ : গান থেকে কবিতায়', ক্ষেত্র গুপ্ত 'রবীন্দ্র প্রবন্ধ : শক্তি ও সমস্যা', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্র-কাব্যের শিল্প-স্বভাব', জ্যোৎস্না গুপ্ত : 'গ্রামীণ ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রথিয়েটার', রশীদ আল ফারুকী '*চার অধ্যায়ের* রবীন্দ্রনাথ', হায়াৎ মামুদ : 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা', খালেদা হানুম : 'বাংলা ছোটগল্প : বিকাশ ও পূর্ণতা এবং রবীন্দ্রনাথ', মুহম্মদ ইদরিস আলী : 'রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা', আবুল মনসুর 'রবীন্দ্রনাথের ছবি', কামালউদ্দিন 'রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রকাশক, ভূঁইয়া ইকবাল। প্রচ্ছদশিল্পী সৈয়দ আবদুল করিম ভাস্কর জ্যাকব এপোস্টেইনের রবীন্দ্র-ভাস্কর্যের ছবি ব্যবহার করেন। সংখ্যাটি মরহুম রশীদ আল ফারুকীর স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত। ডক্টর খালেদা হানুম জানান, 'বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনে মরহুম ফারুকীর উৎসাহ ছিল অপরিসীম; সে উপলক্ষ্যে যে সেমিনারের আয়োজন করা হয় তাকে সফল করতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেন; সেই সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধসমূহ ও প্রদত্ত ভাষণসমূহ নিয়ে *পাণ্ডুলিপির* এ বিশেষ সংখ্যা'।[১৬] এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৮)+১৬৮, মূল্য পঁচিশ টাকা। *পাণ্ডুলিপি* ত্রয়োদশ (১৩৯৭) সংখ্যার সম্পাদকও ডক্টর খালেদা হানুম। এতে রয়েছে– মহীবুল আজিজের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংস্কৃতি উত্তরাধিকার', মুহম্মদ শামসুল আলমের 'পদ্মরাগ : নারীমুক্তির বাস্তবায়িত আদর্শ', লায়লা জামানের 'আবুল হুসেন ও সওগাত', খালেদা হানুমের 'সনাতন ধারা ও উত্তরাধিকার/ মাহবুব-উল আলম : জীবনচৈতন্য ও মানবঅনুভূতি', গোলাম মুস্তাফার 'বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া : হিন্দুমুসলমান সম্পর্কের কয়েকটি দিক', চৌধুরী জহুরুল হকের 'বাংলাদেশের প্রথম কাব্যনাট্য : কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্নের একশৃঙ্গ নাটক বা ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনী', ক্রোড়পত্র... একশৃঙ্গ নাটক বা ভগবান বুদ্ধদেবের পূর্বজীবনী'। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+৭২, মূল্য পঁচিশ টাকা। চতুর্দশ (১৩৯৮) খণ্ড *পাণ্ডুলিপি* 'নজরুল সংখ্যা', সম্পাদনা করেন ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ। এ সংখ্যায় লিখেছেন– আলাউদ্দিন আল আজাদ: 'নজরুলের পুনর্বিচার: ধারা ও প্রকৃতি', মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : 'কাজী নজরুল ইসলাম ও *মোসলেম ভারত*', রফিকুল ইসলাম : 'নজরুল সংগীত', খালেদা হানুম : 'নজরুলের ছোটগল্প : পটভূমি ও নান্দনিক বিবেচনা', ভূঁইয়া ইকবাল : 'নজরুলের কবিতার বাজেয়াপ্তির জন্য অনুবাদ', শাহজাহান মনির : 'নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাধারা', নুরুল আমিন : 'কাজী আবদুল ওদুদের

নজরুল-চর্চা'। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২১৪, মূল্য পঞ্চাশ টাকা। *পাণ্ডুলিপি* পঞ্চদশ (১৩৯৯) সংখ্যা সম্পাদনা করেন ডক্টর মুহম্মদ শামসুল আলম। এর প্রবন্ধসমূহ হলো– আবদুল করিমের 'রোসাঙ্গে বাংলা সাহিত্য', মহীবুল আজিজের 'অ্যাংলো-ভারতীয় সাহিত্যের পটভূমি এবং চট্টগ্রামের প্রথম অ্যাংলো-বাঙালি কবি', শিপ্রা দস্তিদারের 'ঔপন্যাসিক হুমায়ুন কবীর ও *নদী* ও *নারী*র অন্তরালের প্রসঙ্গ', ভুবন মোহন অধিকারীর 'লক্ষণশক্তি-বিচার', খালেদা হানুমের '*অগ্নিবীণা* : ঐতিহ্য ও শিল্পরূপ'। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+১১৭, মূল্য ত্রিশ টাকা।

*পাণ্ডুলিপি*র ষোড়শ (১৯৯৫) সংখ্যা থেকে বঙ্গাব্দের পরিবর্তে খ্রিষ্টাব্দ ব্যবহৃত হয়। ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল সম্পাদিত ষোড়শ সংখ্যায় মোঃ আবুল কাসেমের 'বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষা পরিস্থিতি (১৭৫৭-১৯২০)', ফজিলাতুননেসার 'প্রমীলার সহমরণ : প্রাসঙ্গিক ভাবনা', আনোয়ারুল আজিমের 'স্বদেশ প্রসঙ্গ ও তিরিশের কবিদের বাংলা কবিতা', সৌরেন বিশ্বাসের 'শওকত ওসমানের *জননী*র একটি চরিত্র', খালেদা হানুমের 'আবুল ফজলের গল্প', আহমদ নূরুল ইসলামের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', মনিরুজ্জামানের 'সুলতান আহমদ ভূঁইয়া : জীবনতথ্য ও রচনাপঞ্জি', শিপ্রা দস্তিদারের 'মমতাজুর রহমান তরফদারের ইতিহাসচিন্তা', সালাহউদ্দিন আইয়ুবের 'সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ', আহমেদ মাওলার '*পাণ্ডুলিপি*র দুই যুগ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২৪৮, মূল্য একশ টাকা। সপ্তদশ (১৯৯৬-৯৭) সংখ্যার সম্পাদকও ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল; এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়– মনসুর মুসার : 'বাংলাদেশের মানবজীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি', মোহাম্মদ আবদুল কাইউমের : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ', শাহজাহান মনিরের : 'দুই মহাযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক', চৌধুরী জহুরুল হকের : 'মুনীর চৌধুরীর অগ্রন্থিত দুটি গল্প', আবদুস সাত্তার চৌধুরী ও মাহবুবুল হকের : 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা পুথির তালিকা'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+১৮৩, মূল্য একশ টাকা। অষ্টাদশ (২০০০) সংখ্যা সম্পাদনা করেন ডক্টর শাহজাহান মনির; এর প্রবন্ধসমূহ হলো– খালেদা হানুমের 'ছোট গল্প : উদ্ভব ও বিকাশ', লায়লা জামানের '*শিখা* ও *মোহাম্মদী* গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব : বিতর্কের এক পর্যায়', গোলাম মুস্তাফার 'বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগে নারী অধিকার বিষয়ক ভাবনার কয়েকটি দিক', আহমদ নূরুল ইসলামের 'কাজী আবদুল ওদুদের উপন্যাস : *নদীবক্ষে*', মোঃ আবুল কাসেমের 'সংগীত সাধনায় নজরুল', মাহবুবুল হকের 'নজরুলের গল্প *ব্যথার দান* : রাজনৈতিক চেতনা', মহীবুল আজিজের 'বাংলাদেশের ছোট গল্প : ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট', নুরুল আমিনের 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের সাহিত্যচর্চা : ১৯৬৬ থেকে ১৯৯২', শিরীণ আখতারের '*চাঁদের অমাবস্যা* : আরেফ আলীর মানসযাত্রা', সাখাওয়াৎ আনসারীর 'বাংলা লিঙ্গবাচকতা ও এর বৈশিষ্ট্য', তাসলিমা বেগমের '*আত্মজা ও একটি করবী গাছ* : স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ অন্বেষণ', এ কে এম ইলিয়াস (ইলু)র 'তারাশঙ্করের উপন্যাস জীবনার্থের স্বরূপ', চৌধুরী জহুরুল হকের 'আবু হেনা মোস্তফা কামালের দুটি অগ্রন্থিত গল্প'। William Radice : 'Gazing At The Sun: Bangladeshi Poets And Rabindranath Tagore'. এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+২২৩, মূল্য একশ টাকা। ঊনবিংশ (২০০৩) সংখ্যার সম্পাদক ডক্টর আনোয়ারুল আজিম (ময়ূখ চৌধুরী); উক্ত সংখ্যার প্রবন্ধগুলো হলো– আহমদ নূরুল ইসলামের 'মধ্যযুগের কবির আত্মপরিচিতিমূলক রচনায় সমাজসংস্কৃতির পরিচয়', নুরুল আমিনের 'কাজী আবদুল ওদুদের নাটক-নাটিকা', মহীবুল আজিজের 'জেমস্ ড্রমন্ড এন্ডার্সন ও তাঁর কর্ম : একটি মূল্যায়ন', পৃথ্বিলা নাজনীনের

'জীবনানন্দ দাশের *জলপাইহাটি* : সময় ও সময়কাল', শফিউল আযম ডালিমের 'আধুনিক উপন্যাস : উপন্যাসে আধুনিকতা', মিল্টন বিশ্বাসের 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যচিন্তা', তাসলিমা বেগমের 'চল্লিশের প্রেক্ষাপটে কবিতা ও তিনজন আধুনিক কবি', আনোয়ার সাঈদের *'রাইফেল রোটি আওরাত* : মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসের সূচনা পর্ব'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা (৪)+১৭২, মূল্য একশ টাকা। *পাণ্ডুলিপির* বিংশ খণ্ড (২০০৬) সম্পাদনা করেন ডক্টর সৌরেন বিশ্বাস। এতে রয়েছে– মহীবুল আজিজের 'রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সাংবাদিকতা', পৃথ্বিলা নাজনীনের 'শঙ্খ ঘোষের কবিতার মুহূর্ত', শিরীণ আখতারের 'শৈলবালা ঘোষজায়ার উপন্যাস *বিনীতা দি*', সৌমিত্র শেখরের *'চিত্রাঙ্গদা* এবং নারীর আত্মমুক্তিসাধনা', সরিফা সালোয়া ডিনার 'বাংলাদেশের দুই গল্পকার : তুলনার সূত্রসমূহ', শফিউল আযম ডালিমের 'বিজ্ঞানীর তত্ত্ব : তারাশঙ্করের উপন্যাস', মিল্টন বিশ্বাসের 'তিরিশের কবিদের কাব্যচিন্তা', তাসলিমা বেগমের 'ঢাকা শহর ও কবি শামসুর রহমানের নগর-চেতনা', এম এম রিজাউল ইসলামের 'নজরুলের *অগ্নিবীণা* কাব্য : রূপমূল বিচার', আনোয়ার সাঈদের *'হাঙর নদী গ্রেনেড* : মুক্তিযুদ্ধের শিল্পিত ভাষ্য', ফারজানা সিদ্দিকার 'জীবনানন্দ দাশের গল্প ও গল্পের কবিতা', আহমেদ মাওলার 'রূপক-প্রতীকী শিল্পশৈল্পীর উপন্যাস', মাহবুবুল হকের 'আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের প্রবন্ধে সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ভাবনা', ইউসুফ ইকবালের 'পথনাটকে মুক্তিযুদ্ধ'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৯৯, মূল্য একশ পঞ্চাশ টাকা। *পাণ্ডুলিপির* একবিংশ (২০১০) সংখ্যা সম্পাদন করেন ডক্টর শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার; চর্যাপদ আবিষ্কারের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এর (ক) অংশে রয়েছে মুনসুর মুসার 'প্রাচীন বাংলার ভাষাংশে দ্ব্যর্থকতা', সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদের 'চর্যার পাঠ-পাঠান্তর এবং তিনটি নতুন পুথি', গোলাম মুস্তাফার 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন : চর্যাপদ', শফিউল আযম ডালিমের 'চট্টগ্রামী উপভাষার পরিপ্রেক্ষিতে চর্যাপদ', শাম্মী সারওয়াত ওবায়েদের 'চর্যাগীতিকার পরিপ্রেক্ষিত ও প্রাসঙ্গিকতা', দিলরুবা ইয়াসমিন সেলীর 'চর্যাগীতির নারী সমাজ'; (খ) অংশে আছে গৌতম কুমার দাসের 'বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর চরিত্র : পৌরাণিক পরিচয়', এম এম রিজাউল ইসলামের 'কালকেতু উপাখ্যান : প্রসঙ্গ নারী মনস্তত্ত্ব', (গ) অংশে রয়েছে তাসলিমা বেগমের '*আপন যৌবন বৈরী* : প্রেমচেতনার স্বরূপ', মিল্টন বিশ্বাসের 'তিরিশের কবিদের দৃষ্টিতে নজরুল'; (ঘ) অংশে রয়েছে আনোয়ার সাঈদের 'অদ্বৈত মল্লবর্মণের ছোটগল্প : নিম্নবর্গের জীবন', গৌরাঙ্গলাল সরকারের 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে নিম্নশ্রেণীর মানুষ', মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগমের 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : অবাঙালি সমাজজীবন ও নারীপ্রেম', মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়ার 'শাহেদ আলী : অন্তরচক্ষুর গল্পকার'; (ঙ) অংশে আছে হুমায়ুন মালিকের 'বাংলাদেশের সমকালীন উপন্যাস এবং সৈয়দ শামসুল হক'; (চ) অংশে রয়েছে সুজিত সরকারের 'খান মোহাম্মদ ফারাবীর প্রবন্ধ', উদিতি দাশের 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসপাঠ ও ইতিহাস মনস্কতার স্বরূপ', এ এস এম বোরহানউদ্দীনের 'মাহবুব-উল-আলম : তাঁর উদারনৈতিক সত্যান্বেষণ' এবং (ছ) অংশে প্রকাশিত হয়েছে শারমিন মুস্তারীর *'নেমেসিস* ও নুরুল মোমেন' শীর্ষক প্রবন্ধ। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৮০, মূল্য একশ পঞ্চাশ টাকা।

২০০৬ সালের পর *পাণ্ডুলিপির* প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১৩ সালে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নুরুল আমিন বিভাগে সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমর্থনে *পাণ্ডুলিপির* দ্বাবিংশ সংখ্যা তাঁরই সম্পাদনায় ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়। সে-সংখ্যার প্রবন্ধসমূহ হলো– আনিসুজ্জামানের 'নানা

রবীন্দ্রনাথের মালা', নুরুল আমিনের 'বুদ্ধির মুক্তি ও কবি নজরুল', ফজিলাতুননেসার *'দেওয়ানা মদিনা*: এক উপেক্ষিত নারীর আলেখ্য', শফিউল আযম ডালিমের 'নজরুল কাব্যে স্বদেশ-চেতনার বিশেষায়িত রূপ', তাসলিমা বেগমের 'হাসান হাফিজুর রহমানের ছোটগল্প : মৃত্যু প্রসঙ্গ', মিল্টন বিশ্বাসের 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে বঙ্গবন্ধু', এম এম রিজাউল ইসলামের *'দুর্গেশনন্দিনী* : স্টাইলিস্টিক্স সমালোচনা', শারমিন মুস্তারীর 'রোকেয়া রচনায় উপযোগবাদ ও ভবিষ্যৎদৃষ্টি', মোঃ ফখরুল ইসলামের 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে মোতাহের হোসেন চৌধুরী', মোহাম্মদ শেখ সাদীর '*নূরলদীনের সারাজীবন* : বিবিধ ভাবনা', মাখন চন্দ্র রায়ের 'কালান্তরে বাংলাদেশের ছোটগল্প : প্রবণতা ও প্রান্ত', প্রকাশ দাশগুপ্তের 'বাংলা নাট্যচর্চার পট ও পটভূমি', শায়লা বিনতে হোসাইনের '*উত্তরাধিকার* এবং শহীদ কাদরী', কামরুন নাহারের 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : সামাজিক সংকটের স্বরূপ', মোহাম্মদ আবুল হোসেনের 'শহীদ কাদরী : নাগরিক ভাষ্যকার'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৪, মূল্য ২৫০ টাকা। ডক্টর নুরুল আমিনের সম্পাদনায় ২০১৬ সালে প্রকাশিত *পাণ্ডুলিপি*র ত্রয়োবিংশ সংখ্যার প্রবন্ধগুলো হলো– ময়ুখ চৌধুরীর '*মেঘনাদবধ* কাব্যের সমালোচনা : পুনর্বিচার', নুরুল আমিনের 'রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ ও তাঁর রাজনীতি-ভাবনা', আহমেদ মাওলার 'বাংলাদেশের কবিতায় একুশের প্রভাব : বিষয় ও ভাষাগত পরিবর্তন', মোঃ ফখরুল ইসলামের 'হুমায়ুন আজাদের *যাদুকরের মৃত্যু* : বাস্তবতার প্রতীকী উদ্ভাসন', মোঃ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়ার 'বৃহত্তর নোয়াখালীর উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য', প্রকাশ দাশগুপ্তের 'দুই বাংলার নাটক : ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণ', ফজলুল হক সৈকতের 'ফর্‌রুখ আহমদ : সমকালে ও উত্তরকালে', মোঃ আবদুল মজিদের 'অনীক মাহমুদের কবিতা : প্রাসঙ্গিক চারিত্র্য বিচার', আবু বকর ছিদ্দিকের 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য : ইতিহাসের পুনঃপাঠ', মোস্তফা কামালের 'সেলিনা হোসেন : বাঙালির জাতীয় চেতনার রূপকার', আবদুল্লাহ আল-মাসউদ-এর 'শওকত আলীর ছোটগল্পের শিল্পরূপ', গাজী মাহমুদ হাসানের 'রাজশাহী অঞ্চলের প্রবাদ : প্রসঙ্গ নারী'। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ২১২, ISSN: 2617-1694, মূল্য দুশো টাকা। ডক্টর মহীবুল আজিজ সম্পাদিত *পাণ্ডুলিপি*তে উল্লেখ ছিল [Journal of the Chittagong University Bangla Sahitya Samiti] ISSN 2617-1694, চতুর্বিংশ সংখ্যা। এটি প্রকাশিত হয় ২০১৯ সালে। এতে সম্পাদক লেখেন, '*পাণ্ডুলিপি* ২০১৯ চব্বিশতম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। নির্ধারিত সময়ের চাইতে যথেষ্ট বিলম্বেই। বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিনের সময়েই এটি পিয়ার রিভ্যুকৃত (এবং আই এস এস এন সংবলিত) গবেষণা-জার্নালে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-নির্দেশিত নীতিমালা অনুসরণ করেই অব্যাহত রয়েছে এর প্রকাশনা।'[১৭] এতে প্রবন্ধ লেখেন নিউইয়র্ক প্রবাসী ডক্টর মুহাম্মদ আবুল কাসেম 'ভাষা-বৈচিত্র্য : রূপান্তর ও বিলুপ্তি বিষয়ে', ময়ুখ চৌধুরী 'শামসুর রাহমান ও উত্তর-প্রজন্ম' বিষয়ে, জিনবোধি ভিক্ষু 'শতবর্ষের জ্ঞানতাপস দীনেশচন্দ্র সেন', মাহফুজ পারভেজ 'শহীদুল জহির : জীবন, সাহিত্য ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' বিষয়ে, শফিউল আযম ডালিম 'তারাশঙ্করের উপন্যাসে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার' বিষয়ে, মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া 'সমাসে বিভক্তি সংখ্যাবাচক শব্দ ও উপসর্গের ব্যবহার: পর্যবেক্ষণ ও যৌক্তিকতা' সম্পর্কে, মোহাম্মদ ছাইফুল আজিম 'সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক : বিষয় ও শিল্পরূপ' বিষয়ে এবং মুহাম্মদ তসলিম উদদীন 'চট্টগ্রামী ও

চাকমা ভাষার প্রবাদ : অন্তর্গঠন ও তুলনামূলক পাঠ' বিষয়ে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৬, মূল্য দুশ টাকা। এর পর কেন জানি *পাণ্ডুলিপি*র যাত্রা থেমে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের *সাহিত্য পত্রিকা*র অবদান অনস্বীকার্য এবং তা এখনও চলমান। তেমনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ-কেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার যে চেহারা উন্মোচন করা হয়েছে, তাতে বোধহয় *পাণ্ডুলিপি*র অবদান অস্বীকার করা যাবে না। তবে তা কেন চলমান থাকবে না, সেটিই আমাদের প্রশ্ন। আমরা চাই, বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যগবেষণায় বুদ্ধিবৃত্তিক এই চর্চায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাক।

চার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের 'Chittagong University Studies' বা 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজে'র মাধ্যমেও বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যগবেষণার অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। তবে প্রথম দিকে এটি শুধু কলা অনুষদের নয়– কলা, সমাজবিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের পত্রিকা ছিল। এর ১৯৭৭ সালের 'Volume 1' সংখ্যায় কোনো বাংলা প্রবন্ধ বা বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ ছিল না। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংখ্যায় দিলওয়ার হোসেনের 'বাংলা সাহিত্যে তাজমহল' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ-আলোচনায় গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া-লিখিত 'রশীদ আল ফারুকীর *বাংলা উপনাসে মুসলমান লেখকদের অবদান* (১৯৮৫- ১৯৩০)' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যায় তিনটি বাংলা প্রবন্ধ ছাপা হলেও তা বাংলা সাহিত্য বিষয়ক নয়, বরং ইংরেজি ভাষায় লিখিত Dr. Md. Sirajul Islam-এর 'The Poems of Al-Mahmud : An Overview' শীর্ষক প্রবন্ধটি আধুনিক বাংলা কবিতায় কবি আল-মাহমুদের গুরুত্বপূর্ণ আবস্থানটি তুলে ধরে; 'He is a poet of the people and speaks in their language.'[১৮]–এ মূল্যায়ন যথার্থ। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত পঞ্চম সংখ্যায় লেখেন ভুবন মোহন অধিকারী 'সাহিত্য পাঠে পাঠক হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া' এবং মহীবুল আজিজ 'শিলাইদহ–দশকের গল্পে বাংলাদেশের গ্রাম' শীর্ষক প্রবন্ধ। ১৯৯০ সালে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংখ্যায় লেখেন ডক্টর মুহম্মদ শামসুল আলম 'রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা : পটভূমি ও মূল্যায়ন' এবং মহীবুল আজিজ 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে অস্তিত্ববাদ : *লালসালু*' শীর্ষক প্রবন্ধ; গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া গ্রন্থ আলোচনা করেন মুহম্মদ শামসুল আলমের *'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন: জীবন ও সাহিত্য'* বিষয়ে। জুন ১৯৯১ সপ্তম সংখ্যাতেও ডক্টর গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া গ্রন্থ-আলোচনা করেন 'লায়লা জামান, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা'* সম্পর্কে। জুন ১৯৯২ অষ্টম সংখ্যায় আলাউদ্দিন আল আজাদ 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : জীবন ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটিতে 'কবিতা'র কথা উল্লেখ থাকলেও এতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা নয়, বরং জীবনীই আলোচিত হয়েছে। লেখক লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবন ও কবিতা বিষয়ে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেছিলেন। 'বর্তমান প্রবন্ধটি গবেষণা গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ নিঃসৃত' বলে লেখক পাদটীকায় উল্লেখ করেন।[১৯] ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় কলা স্টডিজ ৯ম সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা)। এতে 'বাংলা সাহিত্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বিষয়ে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ এবং 'সমালোচনা : রীতি ও

পদ্ধতি' সম্পর্কে ডক্টর আলাউদ্দিন আল আজাদ প্রবন্ধ লেখন। দুটি প্রবন্ধই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৪ সালে কলা অনুষদ স্টাডিজ দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ডক্টর আনোয়ারুল আজিম (ময়ুখ চৌধুরী)-র রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং ফজিলাতুন্নেসার 'মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারী : উপন্যাসে' শীর্ষক প্রবন্ধ। কলা অনুষদ স্টাডিজ (১৯৯৫) ১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বাংলা সাহিত্য বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ : আনোয়ারুল আজিমের 'সাহিত্যের ব্যবহারিক মূল্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যবোধ', সৌরেন বিশ্বাসের 'কালিন্দীর দেশ কাল ও সমাজ' এবং মোঃ আবুল কাসেমের 'উনিশ শতকীয় বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্তের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চেতনা'। দ্বাদশ সংখ্যা কলা অনুষদ স্টাডিজ (১৯৯৬)-এ প্রকাশিত হয় ড. শিরিণ আক্তারের *'কাঁদো নদী কাঁদো* : নিয়তিতাড়িত নায়ক মুহাম্মদ মুস্তাফা' শীর্ষক প্রবন্ধ। জুন ১৯৯৭ সংখ্যা ১৩-তে প্রকাশিত হয় ডক্টর মাহবুবুল হকের 'সুভাষ মুখোপাধ্যয়ের *পদাতিক :* রাজনৈতিক প্রত্যয়দৃপ্ত কবিকণ্ঠ' শীর্ষক প্রবন্ধ; খণ্ড ১৪ জুন ১৯৯৮ সংখ্যায়ও একই লেখকের 'বাংলা কবিতায় প্রগতিচেতনার বিকাশে কয়েকটি সাময়িক পত্রের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। জুন ১৯৯৯ পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে স্টাডিজের নাম পরিবর্তন করে 'The Chittagong University Journal of Arts and Humanities' রাখা হয়। কারণ হিসেবে সম্পদকীয়তে ডক্টর ইমরান হোসেন লেখেন, 'বিষয়-পরিসরের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ রেখে জার্নালের নামকরণকে অধিকতর অর্থবহ করার জন্যে অনুষদ এ জার্নালের নাম পরিবর্তন করেছে'।[২০] এতে বাংলা সাহিত্য বিষয়ে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় : ডক্টর মোঃ আবুল কাসেমের 'মুসলিম নাট্যকার রচিত মুসলিম ইতিহাস ভিত্তিক ঐতিহাসিক বাংলা নাটক : লক্ষ্য ও প্রবণতা (১৯৪৭-৭০)', ডক্টর মহীবুল আজিজের 'আবু ইসহাকের *সূর্য দীঘল বাড়ি* গ্রামীণ বাস্তবতার শিল্পরূপ', মিল্টন বিশ্বাসের 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা-ভাবনা', আহমদ নূরুল ইসলামের 'মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকার সাহিত্য-বিষয়ক রচনাসূচি (১৩৫৬-১৩৭৭)'। ২০০২ সালে প্রকাশিত জার্নালের ১৮ সংখ্যায় ডক্টর হেমলতা পান্ডে লেখেন 'রবীন্দ্রনাথের সমাজ চেতনায় বুদ্ধ প্রতিভা' শীর্ষক প্রবন্ধ। নভেম্বর ২০০৭-এ প্রকাশিত ২১ সংখ্যা খণ্ড ১-এ প্রকাশিত হয় মিল্টন বিশ্বাসের প্রবন্ধ 'বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*' : মাতা-কন্যা, পিতা-পুত্র সম্পর্ক'। মার্চ ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় জার্নালের সংখ্যা ২৪, ২০০৮। এতে 'বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত মাসিক *সাধনা*' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন মুহিউদ্দিন আহমদ। '*সাধনা* চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত দ্বিতীয় শীর্ষ সাহিত্য সাময়িকী।...আবদুল করিম সাহিত্যবিশরদ ও সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবদুর রশিদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় মাসিক *সাধনার* আত্মপ্রকাশ ঘটে।'[২১] মার্চ ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় জার্নালের ২৫ তম সংখ্যা, ২০০৯। এতে এ.এস.এম. বোরহানউদ্দীন 'আবুল ফজল : তাঁর সাহিত্যকর্মে ধর্ম বিষয়ক চিন্তা' এবং তাসলিমা বেগম 'হাসান আজিজুল হকের গল্পে উদ্বাস্তু চেতনার রূপায়ণ' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে প্রকাশিত সংখ্যা ২৬, ২০১০ জার্নালে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। তবে ডিসেম্বর ২০১৫ সালে প্রকাশিত সংখ্যা ২৭, ২০১১ জার্নালে মোহাম্মদ শেখ সাদীর 'হুমায়ুন আজাদের কবিতা : সামরিকতন্ত্র ও শিল্পীর দায়বদ্ধতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ সালে প্রকাশিত 'খণ্ড ২৮ (সংখ্যা ১) জুন ২০১২' জার্নালে প্রকাশিত হয় ডক্টর তাসলিমা বেগমের প্রবন্ধ 'নজরুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত কবিমানস'। ডিসেম্বর ২০১৭

সালে প্রকাশিত 'খণ্ড ২৯ (সংখ্যা ২) জুন ২০১৩' সংখ্যক জার্নালে প্রকাশিত হয় প্রকাশ দাশগুপ্তের 'দুই বাংলার নাটক : প্রসঙ্গ রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ। ডিসেম্বর ২০১৮ সালে প্রকাশিত 'খণ্ড ৩০ (সংখ্যা ১) জুন ২০১৪' জার্নালে বাংলা সাহিত্য বিষয়ক কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। খণ্ড ৩২ (সংখ্যা ১) ২০১৬ জার্নালটি প্রকাশিত হয় ২০২২ সালে। এতে মোহাম্মদ শেখ সাদীর 'জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিক চেতনায় বাংলা সাহিত্য', কাইছার উদ্দিনের '*উত্তরাধিকার* : নগরের অধিকার-শূন্যতার কাব্য', মোহাম্মদ আলীর 'সত্তর দশকের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধ' এবং ডক্টর কুন্তল বড়ুয়ার 'উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ : পেশাদারী মঞ্চে ও সমকালীন থিয়েটার' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। খণ্ড ৩৩ (সংখ্যা ১) ২০১৭ জার্নালটি প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর ২০২২ সালে। এতে 'নজরুল সাহিত্যে রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন ডক্টর শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ। জার্নালের খণ্ড ৩৪, ২০১৮ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় অক্টোবর ২০২৩ সালে। এতে 'বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন ড. জিনবোধি ভিক্ষু। এই সংখ্যার 'Contemporary Bengali Muslim Society in the literary works of Kazi Motahar Hossain : Thoughts on Education and Society' শীর্ষক ডক্টর এ.এস.এম. বোরহান উদ্দীনের ইংরেজি প্রবন্ধটি কাজী মোতাহার হোসেনের বাংলা সাহিত্যচর্চা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। 'Kazi Motahar Hossain's profound scholarship and knowledge can be found in his Litarary works. ...is a bright sign of open mind, liberal thinking, thoughtfullness, humanism, non-sectarin sense of life.'[২২] নভেম্বর ২০২৪ সালে প্রকাশিত ৩৬ সংখ্যায় ডক্টর শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ ' তারাশঙ্করের ছোটগল্পে তন্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনা', কাইছার উদ্দিন (কাইছার কবির) 'বাংলা সনেটের রূপ-রীতি ও উত্তরাধিকার' বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে প্রাকশিত 'Vol. xxxvii, 2021' অর্থাৎ ৩৭ সংখ্যা জার্নালে 'মামুনুর রশীদকৃত *ওরা কদম আলী* : নিম্নবর্গের মানুষের উত্থান' বিষয়ে শাকিল তাসনিম, 'সাইমন জাকারিয়ার নাটক *সীতার অগ্নিপরীক্ষা* : পৌরাণিক চরিত্র সীতার বিনির্মাণ' বিষয়ে ফারজানা আফরীন রূপা, 'উপকথায় অন্তরিত জনজীবন : প্রসঙ্গ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *কালকেতু উপাখ্যান*' বিষয়ে কাকলী পাল প্রবন্ধ লেখেন। জুলাই ২০২৫ সালে প্রকাশিত জার্নালের ৩৮তম সংখ্যা (Vol. xxxviii, 2022)-এ ডক্টর মীজানুর রহমান মিজুর 'সাহিত্য, সমাজ ও প্রতিবেশের ওপর মানবেতর প্রাণীর প্রভাব : একটি পর্যালোচনা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এভাবে লক্ষ করা যায়, কলা স্টাডিজ বা জার্নালের বেশ কিছু লেখা লেখকের পিএইচ.ডি. গবেষণা-সম্পৃক্ত এবং অধিকাংশ লেখকই অনুষদের শিক্ষক। বাংলা সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যগবেষণায় এসব প্রবন্ধের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

পাঁচ

বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তি ও ডিগ্রি প্রদানের মাধ্যমে যে অবদান রেখেছে তা মূলত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকের সমন্বয়েই সাধিত হয়েছে। প্রধানত, বিগত শতকের আশির দশকে বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামানের হাত ধরেই সেই যাত্রা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আটান্ন বছরে তা ফুলে-

ফলে কম সমৃদ্ধ হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে আমরা শুধু বাংলা সাহিত্যের বিষয়সমূহকেই প্রাধান্য দিয়ে তালিকা তুলে ধরেছি।

প্রফেসর ডক্টর আনিসুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁরা হলেন – ১৯৮৬ সালে 'রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম' অভিসন্দর্ভের জন্য মুহম্মদ শামসুল আলম, ১৯৮৮ সালে 'বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মুহম্মদ শাহজাহান (শাহজাহান মনির), ১৯৮৮ সালে 'বিভূতিভূষণের উপন্যাসে শতবর্ষের বাংলাদেশ' অভিসন্দর্ভের জন্য সৌরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং ১৯৮৯ সালে 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যকর্ম (১৮৫৩-১৯৩১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার।

প্রফেসর ডক্টর মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে ১৯৮৭ সালে 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের মূল্যায়ন (১৯৪৭ ১৯৭০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন বিভাগের শিক্ষক খালেদা হানুম, ১৯৯৮ সালে 'তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন তখনকার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক মাহবুবুল হক; ২০০৯ সালে 'একুশের পটভূমি ও তাঁর সাহিত্যরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এ কে এম ইলিয়াস (ইলু) এবং ২০১১ সালে 'মুহম্মদ আবদুল হাই : জীবন সাহিত্য ও গবেষণা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মুহম্মদ নিজাম উদ্দিন পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রফেসর ডক্টর মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ সালে 'সেনবাগের সমাজভাষা : রূপতাত্ত্বিক আলোচনা (সর্বনামের গঠন বিশ্লেষণ)'-এর জন্য মোহাম্মদ শাহ কামাল ভূঁইয়াকে এম.ফিল, ১৯৯৭ সালে 'সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সাহিত্যসাধনায় মুসলিম জাতীয়তাবোধ' অভিসন্দর্ভের জন্য সাহেদা আখতারকে এম.ফিল, ২০০৩ সালে 'শৈলীতত্ত্বের আলোকে উপন্যাস বিচার : *এক মহিলার ছবি* ও *তেইশ নম্বর তৈলচিত্র* : একটি তুলনামূলক আলোচনা বিশ্লেষণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এ কে এম ইলিয়াস (ইলু)কে এম.ফিল ডিগ্রি দেওয়া হয়।

প্রফেসর ডক্টর দিলওয়ার হোসেনের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৭ সালে 'গদ্য-রচনায় নজরুল মানস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য দিল আফরোজ বেগমকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি দেওয়া হয়। প্রফেসর ড. খালেদা হানুমের তত্ত্বাবধানে ২০০২ সালে 'শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ : নগর ও গ্রামবাংলার দুই কবি প্রতিনিধি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য তাসলিমা বেগম পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ শামসুল আলমের তত্ত্বাবধানে ২০০৩ সালে 'বাংলাদেশের মহিলা ঔপন্যাসিকদের রচনায় নারীর সমাজ ও জীবন (১৯৭১-১৯৯৫)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ শাহ কামাল ভূঁইয়াকে পিএইচ.ডি, ২০১১ সালে 'মুহম্মদ নূরুল হক : জীবন ও সাধনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য সাহেদা আক্তারকে পিএইচ.ডি এবং ২০১২ সালে 'মুনীর চৌধুরীর নাটকে সমাজচেতনার স্বরূপ' অভিসন্দর্ভের জন্য রোমেনা আক্তারকে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। প্রফেসর ডক্টর ভূঁইয়া ইকবালের তত্ত্বাবধানে ২০০৭ সালে 'নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের বাণী বিষয়ক তথ্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য সাথী চক্রবর্তীকে, ২০০৯ সালে 'মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িক পত্র

(১৯৩১-১৯৪৭)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোঃ জসীমউদ্দিনকে এবং ২০১৪ সালে 'প্রবন্ধ সাহিত্যে আবুল ফজলের চিন্তাধারা'র জন্য মোহাম্মদ ইলিয়াসকে এম.ফিল ডিগ্রি দেওয়া হয়। প্রফেসর ডক্টর শিপ্রা দস্তিদারের তত্ত্বাবধানে ২০০৬ সালে 'বাংলাদেশের উপন্যাসে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক জীবন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য হামিদা বেগম এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর ডক্টর আনোয়ারুল আজিম (ময়ুখ চৌধুরী)-এর তত্ত্বাবধানে ২০০৭ সালে 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্ত জনজীবন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য হরিশংকর জলদাস পিএইচ.ডি, ২০১২ সালে 'যশোর অঞ্চলের কাহিনী ও কিংবদন্তি'র জন্য মোঃ শওকত আলী এম.ফিল, ২০১৬ সালে 'জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অলংকারের ব্যবহার : প্রকৃতি ও প্রবণতা বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য উদিতি দাশ পিএইচ.ডি, ২০১৭ সালে 'নির্মলেন্দু গুণের কবিতা : বিষয়, বক্তব্য ও অভিব্যক্তি বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এ কে এম মির্জা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ পিএইচ.ডি, ২০২০ সালে 'বাংলা ছোটগল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীর বিষয়গত ভূমিকা বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মিজানুর রহমান মিজু পিএইচ.ডি, ২০২১ সালে 'প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণের সমস্যা বিচার : পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর ডক্টর সৌরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস ১৯৭১-৯৯' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদ পিএইচ.ডি, ২০০৪ সালে নিলুফা আকতার 'বনফুলের প্রথম পর্বের উপন্যাসের সমাজ ও মানুষ' অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ও ২০১৫ সালে 'বনফুলের উপন্যাসে সমাজ ও মানুষ' অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, ২০০৪ সালে মোহাম্মদ ইউসুফ ইকবাল নূরী 'স্বাধীনতা-উত্তর নাট্যসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ'-এর জন্য এম.ফিল ও ২০১৬ সালে 'স্বাধীনতা-উত্তর পাঁচজন নাট্যকারের সৃষ্টিসীমানা' অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, শারমিন মুস্তারী ২০১১ সালে 'কাজী নজরুল ইসলামের নাটকের বিষয়বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ও ২০১৭ সালে 'রিজিয়া রহমান ও তাঁর উপন্যাস' অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, মোঃ ফখরুল ইসলাম ২০১১ সালে 'উত্তরবঙ্গের মঙ্গা ও বাংলাদেশের ছোটগল্প' অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ও ২০১৭ সালে 'হুমায়ুন আজাদের উপন্যাস : বিষয় ও নির্মিতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, ২০১৬ সালে 'সুফিয়া কামালের কবিতার বিষয় ও শিল্পরূপ' অভিসন্দর্ভের জন্য তংঘু চক্রবর্তী এম.ফিল, 'বাংলাদেশের উপন্যাসে আদিবাসী জীবন' অভিসন্দর্ভের জন্য রেশমী দাশ এম.ফিল, 'জিয়া হায়দার ও তাঁর নাটক' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য সুবীর মহাজন এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর ডক্টর নুরুল আমিনের তত্ত্বাবধানে মোহাম্মদ ফিরোজ ২০০৯ সালে 'সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধসাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল; একই বছর মোহাম্মদ হারুন 'আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্পে নিম্নবর্গ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল, ২০১২ সালে মোহাম্মদ আবুল হোসেন 'শহীদ কাদরী : কবি ও কবিতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল, ২০১৩ সালে মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মাসউদ 'শওকত আলীর ছোটগল্প : জীবন ও শিল্প' শীর্ষক

অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল, ২০১৫ সালে খোরশেদ আলম 'মুহম্মদ নূরুল হুদার কবিতায় জীবন ও শিল্প' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল, ২০১৭ সালে মোঃ মোস্তফা কামাল 'সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্য : সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, ২০২৪ সালে মোহাম্মদ ফিরোজ 'সৈয়দ আলী আহসানের সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, একই বছর মোহাম্মদ হারুন 'আলাউদ্দিন আল আজাদের সাহিত্যে নিম্নবর্গ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি, একই বছর বিকিরণ বড়ুয়া 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিক উপাদান : পরিপ্রেক্ষিত বৃহত্তর চট্টগ্রাম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি; মনোয়ারা আরজু 'ফাহমিদা আমিনের সাহিত্যকর্ম : ব্যক্তি ও সমাজ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ও ২০২৫ সালে সাইফুল্লাহ মোহাম্মদ বায়েজীদ 'হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর ডক্টর মহীবুল আজিজের তত্ত্বাবধানে ২০০৪ সালে 'আবু ইসহাকের উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার স্বরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য বিকাশ কান্তি মজুমদার এম.ফিল, ২০০৫ সালে 'শওকত ওসমানের উপন্যাসে স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পূরবী দাশ গুপ্তা এম.ফিল, ২০১১ সালে 'রশীদ করিম ও তাঁর উপন্যাস' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য বিকাশ কান্তি মজুমদার পিএইচ.ডি, একই বছর 'আলাউদ্দিন আল আজাদের উপন্যাস : সমাজ ও শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ মিযানুর রহমান এম.ফিল, 'গল্পকার আবুল ফজল' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য হালিমা খানম এম.ফিল, ২০১২ সালে 'মাহবুব-উল আলমের জীবন ও সাধনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য কায়সার উদ্দিন এম.ফিল, ২০১৫ সালে 'আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর কবিতা : বিষয় ও নান্দনিকতা বিচার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য শায়লা বিনতে হোসাইন এম.ফিল, ২০১৭ সালে 'শাহ আবদুল করিমের গান : তত্ত্ব ও জীবনবোধ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ শেখ সাদী পিএইচ.ডি, ২০২২ সালে 'বাংলাদেশের প্রবন্ধসাহিত্যে মানবতাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ (১৯৪৭-২০০৭)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোহাম্মদ ইলিয়াস পিএইচ.ডি, ২০১৭ সালে 'শহীদুল জহির : জীবন ও সাহিত্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য জাফর আহমেদ ভূঁইয়া এম.ফিল, ২০১৭ সালে কামরুন নাহার 'মাহমুদুল হকের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পনির্মিতি' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল, ২০২৪ সালে শাহানা আফরিন 'বাংলাদেশের ছোটগল্পে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবন' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রফেসর ডক্টর মোঃ আবুল কাসেমের তত্ত্বাবধানে ২০১১ সালে 'কথাসাহিত্যে শওকত আলী' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য আইনুন নাহারকে এম.ফিল, ২০১৬ সালে মোহাম্মদ ফারুক মোরশেদকে 'শামসুর রহমানের গদ্য সাহিত্য : চেতনালোক ও শিল্পরূপ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করা হয়। প্রফেসর আমাতুল লায়লা জামানের তত্ত্বাবধানে ২০০৮ সালে 'রবীন্দ্র প্রবন্ধসাহিত্যে ইতিহাসের উপাদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য উদিতি দাশ এম.ফিল, এবং ২০১৫ সালে 'সাময়িকপত্র সম্পাদনায় নজরুল' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোঃ রাশেদুল আনাম এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। প্রফেসর ডক্টর মাহবুবুল হকের তত্ত্বাবধানে ২০১২ সালে 'মানবিক মূল্যবোধ : আবুল ফজল, আবদুল হক ও

আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধে' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য দিলরুবা ইয়াসমিন শেলী এম.ফিল, ২০১৫ সালে 'রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানের ব্যবহার' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য সানাউল্লাহ আল মুবিন পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার সাঈদের তত্ত্বাবধানে ২০১৭ সালে 'সৈয়দ শামসুল হক এবং হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : বিষয় মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোশরফা খানম এম.ফিল, ২০২০ সালে 'সত্তর দশকের কবিতা : মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য আবদুল্লাহ এম.ফিল এবং ২০২১ সালে 'বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত নাটক : বিষয় ও সমাজ বাস্তবতা (১৯৭১-১৯৯০)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য মোঃ আসাদুজ্জামান এম.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন।

লক্ষণীয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্চিত ও অর্জিত উপর্যুক্ত সাহিত্যগবেষণাসমূহ বাংলাদেশের সাহিত্যে কোনো না কোনো ভাবে নতুন দিগন্তের যেমন সংযোজন করেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধর হয়েছে।

ছয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার আর এক প্রধান ক্ষেত্র ছিল চাকসু ও হল-বার্ষিকীসমূহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সাহিত্যসাংস্কৃতিক সংস্থা বা গোষ্ঠীর প্রকাশনা ও সাহিত্যানুষ্ঠান। এক্ষেত্রে বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর উপদেশের ভিত্তিতে প্রকাশিত বার্ষিকীসমূহ উৎকর্ষে বেশ সমৃদ্ধ প্রকাশনা ছিল। চাকসুর তৃতীয় (১৯৭৪-৭৫) ও চতুর্থ (১৯৭৫-৭৬) বার্ষিকী সম্পাদক মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু বলেন, 'বার্ষিকী দুটি সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রফেসর ডক্টর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী ও শিল্পী মুর্তজা বশীরের আনুকূল্য পেয়েছি। চাকসু, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তখন প্রচুর সাহিত্য সংকলন বের হয়েছে।'[২৩] এ ছাড়া হলসমূহের সংসদগুলোও শিক্ষক তত্ত্বাবধানে মানসম্মত বার্ষিকী প্রকাশ করে যেমন সাহিত্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি বিভিন্ন জাতীয় ও স্মরণীয় দিবসে সাহিত্য-প্রকাশনা বের করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রও মুখরিত করে রেখেছিল। তবে স্বৈরশাসনের দেড় দশক যেমন বন্ধ্যা কাল গেছে, এর কিছু পূর্বেও যে বন্ধ্যা কাল যায়নি তা বলা যাবে না।

সে সময়ের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য কয়েকটি বার্ষিকী ও সাহিত্য-প্রকাশনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। পাওয়া তথ্য মতে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী সম্পাদনায় ছিলেন ১৯৭০ সালে মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ১৯৭২-এ অনীশ বড়ুয়া, ১৯৭৫-এ মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, ১৯৭৬-এ মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, ১৯৮০ সালে রফিক সিদ্দিকী ও ১৯৮১ সালে মিনার মনসুর।[২৪] 'ফজলু-জিলানী' সংসদ মেয়াদে ১৯৭৫ সালে মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু সম্পাদিত *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী* ১৯৭৫-এ উপদেষ্টা ছিলেন ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূস, ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, অধ্যাপক রশিদ চৌধুরী। এতে প্রবন্ধ লিখেছেন আবুল ফজল (উপাচার্য) 'যে সংগীত চলমান জীবনের অংশ', মাহমুদ শাহ কোরেশী (ডক্টর) 'বৃষ্টির মাধুরীতে বাঙলা কবিতা : ভাবময়তা', শাহাবুদ্দিন নাগরী (ছাত্র) 'লোকসাহিত্য : কিছু

কথা', বিকাশ চৌধুরী (ছাত্র) 'শেক্সপীয়র', শওকত হাফিজ খান রুশ্নি (ছাত্র) 'শিল্প-সাহিত্যের সংকটকাল ও বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা', আবুল মনসুর (প্রভাষক) 'আধুনিক চিত্রকলা : প্রেক্ষাপট ও সমস্যা', ফাহমিদা হোসেন (ছাত্রী) 'চন্দ্র উষ্ণ অথবা শীতল', মোহাম্মদ আবদুল করিম (ছাত্র) 'জাবির প্রতিভা : একটি মূল্যায়ন', এ কে এম হাফিজুদ্দীন (কিউরেটর) 'পরজীবী', সুগত চাকমা 'চাকমাদের ইতিকথা', অরুণ দাশ (ছাত্র) 'নির্বাসিত রাজা মার্কটোয়েন', এ কে এম সাঈদ খান (ছাত্র) 'মানব সমাজের বিকাশ ধারা', রুহুল আমিন জাহাঙ্গীর (ছাত্র) 'ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক কর্মী বিভাগ', মইনুল ইসলাম (শিক্ষক) 'বাংলাদেশে অর্থনীতির সংকট'। কবিতা লিখেছেন সৈয়দ আলী আহসান, ময়ুখ চৌধুরী (ছাত্র), কাজল কান্তি বড়ুয়া (ছাত্র), মৃণাল বড়ুয়া (ছাত্র), সালমান হাবিব (ছাত্র), বিমল গুহ (ছাত্র), নারায়ণ চৌধুরী (ছাত্র), তৌহিদ আহমেদ (ছাত্র), অরুন কুমার অধিকারী (ছাত্র), রেজাউল (ছাত্র), রোনাল্ড রণধীর পাত্র (শিক্ষক), নিতাই সেন (ছাত্র), সনত বড়ুয়া (ছাত্র)। গল্প লিখেছেন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (ডক্টর), মাহমুদ উল আলম (ছাত্র), জাফার আহমাদ হানাফি (ছাত্র), কমল সেনগুপ্ত (ছাত্র) এবং নাটক লিখেছেন- শিশির দত্ত। ১৪০ পৃষ্ঠার মানসম্মত সংকলনটির প্রচ্ছদশিল্পী মোহাম্মদ শওকত হায়দার, প্রকাশক চাকসু '৭৫। 'মজহার-জমীর' সংসদ মেয়াদে ১৯৮০ সালে রফিক সিদ্দিকী সম্পাদিত *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী '৮০*-তে উপদেষ্টা পরিষদে সভাপতি ছিলেন কলা অনুষদের ডিন ডক্টর আনিসুজ্জামান এবং সদস্য ছিলেন লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রধান ডক্টর মোঃ আনিসুজ্জামান, চারুকলা বিভাগের প্রধান জিয়া হায়দার, সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক আসলাম ভূঁইয়া, বাংলা বিভাগের শিক্ষক চৌধুরী জহুরুল হক, চাকসু'র কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ফজলী হোসেন, চ.বি. প্রেস ম্যানেজার মাহবুব চৌধুরী। এতে প্রবন্ধ লেখেন ড. আনিসুজ্জামান 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ', ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান 'লোকপ্রশাসনে লোক এর অবস্থান', মোহাম্মদ ফজলী হোসেন (শিক্ষক) 'গাণিতিক পরিসংখ্যান', মো আসলাম ভুঞ্যা (শিক্ষক) 'ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনই আজ বাঁচার একমাত্র পথ', মজহারুল হক শাহ চৌধুরী (ছাত্র) 'বাংলাদেশের সমাজ প্রগতি ও ছাত্র রাজনীতি', এম এমদাদুল হক (ছাত্র) 'গণবাদ : চীনা পদ্ধতি', নুরুল আমিন (ছাত্র) 'জীবনানন্দ দাশ : রূপসী বাংলা', মাহবুব-উল-আজাদ চৌধুরী (ছাত্র) 'আমাদের চলচ্চিত্র ও আর কতদিন'। কবিতা লেখেন– জিয়া হায়দার, মুর্তজা বশীর, মিনার মনসুর (ছাত্র), শামীম লুতফার (ছাত্র), মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী (ছাত্র), শিশির দত্ত (ছাত্র), আসাদ মান্নান (ছাত্র), আবসার হাবীব (ছাত্র), সিফাত আকবরী (ছাত্র), নুরুল কুদ্দুস চৌধুরী (ছাত্র), সেলিনা আকতার জাহান (ছাত্রী), মৃণাল বড়ুয়া (ছাত্র), কাজলেন্দু দে (ছাত্র)। গল্প লেখেন শাহাবুদ্দিন নাগরী, কমল সেনগুপ্ত, কাজী সুফিয়া আকতার শেলী, সনজীব বড়ুয়া, ওসমান চৌধুরী, বিশ্বনাথ চৌধুরী বিশু, খালিদ আহসান, জিয়াউল হাসান, রফিক সিদ্দিকী ও রম্যরচনা লেখেন- দিলীপ কুমার রায়। এছাড়াও ছিল চিত্রকলা। ৭০ পৃষ্ঠার অধিক বার্ষিকীটি ছিল শিল্প-সাহিত্যে সৌন্দর্যে ভরপুর। 'জসীম-গফ্ফার' সংসদ মেয়াদে ১৯৮১ সালে মিনার মনসুর সম্পাদিত *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিকী* সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল আজিজ খান সভাপতি, ইংরেজির প্রফেসর হারুন-উর রশিদ, বাংলার ডক্টর মনিরুজ্জামান, ডক্টর খালেদা হানুম সদস্য এবং গোলাম মাওলা চৌধুরী সহ-সম্পাদক। এতে শিল্পী মুর্তজা বশীরের 'জন কোলাহলে একজন', অধ্যাপক ফজলী হোসেনের 'বাংলাদেশ ও কিছু

ভাবনা', ডক্টর মনিরুজ্জামানের 'কী পড়বো', ডক্টর রশীদ আল ফারুকীর 'যেন ভুলে না যাই', শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর (ছাত্র) 'গণতন্ত্রের সফলতায় ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকা', ডক্টর অনুপম সেনের 'বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন', সম্পদ বড়ুয়ার (ছাত্র) 'টি এস এলিয়ট : সাহিত্যে ট্রাডিশনবোধ এবং নৈর্ব্যক্তিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ; শাহেদ হাসান মিলন (ছাত্র), ড. ময়ুখ চৌধুরী, দিলীপ কুমার রায় (ছাত্র), মাহফুজুর রহমান দুলাল-এর (ছাত্র) গদ্যরচনা; দিলওয়ার হোসেন, শিশির দত্ত, আবসার হাবীব, খোরশেদ আলম সুজন, আসিফ দিলওয়ার, শ্যামলী মজুমদার, সনজীব বড়ুয়া, ওমর কায়সার, মঈনুদ্দীন মঈনু, নাসিমা আখতার, মিনার মনসুর, জিয়া হায়দার, কাজলেন্দু দে, খালিদ আহসান, আবু মুসা চৌধুরী, খালেদা লায়লা বেগম, লুৎফুর নাহার বেবী, শাহেদ তৈমুর, দিলবুরা আফরোজ রুনু, রাহগীর মাহমুদ, চৌধুরী গোলাম মাওলা, শামসুদ্দিন হারুণ, প্রবীর বিকাশ সরকার, মামুনুর রসিদ পন্থ-এর কবিতা; শাহীদ আনোয়ার, অঞ্জন নন্দী, মাইনুল হাসান কৃত অনুবাদ কবিতা; চৌধুরী জহুরুল হক, খালেদা হানুম, হায়াত হোসেন, নাজিম হাসান, বিশ্বজিত চৌধুরী, ফিরোজা বিনতে সুলতান, বিমলেন্দু মজুমদার খোকা-র ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। প্রায় লেখাই সাহিত্যিক মানসম্পন্ন। প্রচ্ছদ খালিদ আহসান। চিত্রকলা ও ছবি সংযোজিত। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫২+(১২)।

শুধু চাকসু বার্ষিকী কেন, হল বার্ষিকীসমূহও কম মানসম্পন্ন ছিল না। অন্তত তিনটি হল বার্ষিকীর দৃষ্টান্ত থেকে তা অনুমেয়। মুহঃ মনজুর উল আমিন চৌধুরী সম্পাদিত 'আলাওল হল বার্ষিকী৭৮'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো হলো : মোঃ আসলাম ভূঞার 'গোলাপীর ট্রেনে বাংলাদেশ : বিপ্লব পদ্ধতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ', এম এন ইসলামের 'প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের রাজনীতি', রফিক সিদ্দিকীর 'শিল্পপ্রেম, পক্ষে বিপক্ষে', জমির চৌধুরীর 'বিশ্ব রাজনীতি : মতবাদ সংক্রান্ত জটিলতা', মোক্তার আহমেদের 'বাংলাদেশের উপকূলীয় বন ও তাঁর ভবিষ্যৎ'; এতে কবিতা লেখেন জুলফিকার হায়দার, এস এম আবু তাহের, ওয়াজিউল হক, আবদুর রশিদ, নুরুল আমিন, মিনার মনসুর, জাহাঙ্গীর বিন সরোয়ার, রশিদ কায়সার, ইফতেখার সাদিক, ময়ুখ চৌধুরী, আসাদ মান্নান, মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ, সম্পদ বড়ুয়া, জয়নাল আবেদীন, মীজানুল করীম, কাজলেন্দু দে ; গল্প লেখেন সিরাজুল ইসলাম মনির, খলিলুর রহমান সাজি, আতাউর রহমান ফেরদৌস, মমিনুল ইসলাম শাহাগীর; নাটিকা লিখেছেন চৌধুরী জহুরুল হক; রম্যরচনা লিখেছেন মিজানুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, আতিকুর রহমান। এ. এফ. রহমান হলবার্ষিকী '৮১ সংখ্যার সম্পাদনা পরিষদে সভাপতি ছিলেন প্রভোস্ট মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ, সদস্য ডক্টর মনিরুজ্জামান, সৌরেন বিশ্বাস (হাউস টিউটর), মোহাম্মদ লিয়াকত আলী (ভিপি), মোহাম্মদ নুরুল আমিন, মোহাম্মদ জগলুল আহসান, সম্পাদক এস এম আমিনুল্লাহ, যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। এতে প্রকাশিত প্রবন্ধে হলো ডক্টর আনিসুজ্জামানের 'এ. এফ. রহমান', মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদের 'ব্যক্তি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ', আলী আহমদের 'বাংলা এবং বাংগালী জাতির ইতিবৃত্ত', মোঃ ইকবাল হোসেনের 'শেক্সপীয়রের *বন্ধু* সনেটের আলোকে'; গল্প লিখেছিলেন চৌধুরী জহুরুল হক, খালেদা হানুম, কমল সেনগুপ্ত, শিহাব সৈয়দ; কবিতা লিখেছিলেন ডক্টর মনিরুজ্জামান, নুরুল আমিন, সোলাইমান আহসান, আইউব সৈয়দ, আবু মুসা চৌধুরী, সাহিদ আনোয়ার, কাজলেন্দু দে, চৌধুরী গোলাম মাওলা, জাফরুল আহসান, মীজানুল করীম। সোহ্‌রাওয়ার্দী হলের *বার্ষিকী*

'৮১-এর সম্পাদক ছিলেন এস. এম. আবদুল হক চৌধুরী; বার্ষিকী সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি প্রভোস্ট ডক্টর গোলাম মাওলা চৌধুরী, উপদেষ্টা বাংলা বিভাগের শিক্ষক সুলতান আহমদ ভূঁঞা, চৌধুরী জহুরুল হক, আহমদ নূরুল ইসলাম এবং সদস্য মোঃ নজরুল হক চৌধুরী (ভি.পি), কাজী মোহাম্মদ সাইফুল আলম (জি.এস.) ও মোহাম্মদ নূর হোসাইন। এতে প্রবন্ধ লিখেছিলেন প্রফেসর মোঃ ফজলী হোসেন, ডক্টর আতাউল হক প্রামাণিক, অধ্যাপক আহমদ নূরুল ইসলাম, মনজুরুল করিম চৌধুরী, অধ্যাপক মোস্তফা কামাল পাশা, এস এম আবদুল হক চৌধুরী; কবিতা লিখেছিলেন মুর্তজা বশীর, দিলওয়ার হোসেন, সোলায়মান আহসান, কাজলেন্দু দে, ফরিদ আহমদ রেজা, চৌধুরী গোলাম মাওলা, নুরুল আমিন, তোফায়েল তালুকদার, স্বদেশচন্দ্র দেবদাস, সাহাদাত হোসাইন চৌধুরী, সাইয়েদ মুহাম্মদ আহসান, মাসুদ চৌধুরী, সমরানন্দ ভিক্ষু, মোঃ হুমায়ুন কবির; গল্প ও রম্যরচনা লিখেছিলেন মীজানুল করীম, ইকবাল হোসেন, শাহেদ হাসান মিলন, প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, মমীন শাহাগীর, সুব্রত সাহা। প্রচ্ছদ করেছেন রফিক সিদ্দিকী, পৃষ্ঠাসংখ্যা (১৬)+২৫+(১০)।

এ. এফ. রহমান হলের 'স্বাধীনতা দিবস সংকলন-৮০'ও স্বল্প পরিসরে কম উপভোগ্য ছিল না। জগলুল আহসান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা তুমি'-তে কমল সেনগুপ্তের গল্প, রেজাউল করিম চৌধুরীর প্রবন্ধ 'স্বাধীনতার বুর্জোয়া মিথ'; শিশির দত্ত, খালিদ আহসান, আবসার হাবীব, তাজুল ইসলাম মজুমদার, নুরুল আমিন, ফরিদ আহমদ, ইকবাল করিম, আজহারুল ইসলাম আরজুর কবিতা প্রকাশিত হয়। উক্ত হলের এস এম আমিনউল্লাহ সম্পাদিত বিজয় দিবস স্মরণিকা-৮১ *অনুভূতির* কবিরা হলেন জাফর ওবায়েদ, নুরুল আমিন, মীজানুল করীম, তাজুল ইসলাম মজুমদার, কাজলেন্দু দে, হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, দেবব্রত মল্লিক, কূজন চৌধুরী, মোঃ লিয়াকত আলী, জাফরুল আহসান, শাহাবুদ্দীন নাগরী, মাহফুজুর রহমান চৌধুরী, চৌধুরী গোলাম মাওলা ও সোলায়মান আহসান। এভাবে শুধু ছাত্র সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও সাহিত্যচর্চা অব্যহত থেকেছে। এ সব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'অতি সাম্প্রতিক আমরা', 'অনেক সূর্যের আশা', 'স্পার্ক জেনারেশন', 'স্বজন সাহিত্য গোষ্ঠী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের সংগঠনের সাহিত্যস্মারক বা সাহিত্যসাময়িকীর সংখ্যাও কম নয়। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় যা এখানে তুলে ধরতে না পারলেও প্রতিনিধিত্বশীল একটি সাহিত্যস্মারক তুলে ধরে তার মান দেখানোর চেষ্টা করেছি। যেমন মে ১৯৯২-তে প্রকাশিত *সরোজ* 'শিল্প সাহিত্যসংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা', যার সম্পাদক বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী সৈয়দ রাশেদ রেজা। মান-সম্পন্ন এ সাহিত্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন 'নজরুলের প্রেম চেতনা' বিষয়ে ডক্টর দিলওয়ার হোসেন, 'দেশের নারীমুক্তি আন্দেলনে বেগম রোকেয়া' বিষয়ে ডক্টর মুহম্মদ শামসুল আলম, 'কবি হাফিজ' সম্পর্কে ডক্টর শামসুল আলম সাঈদ; কবিতা লেখেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, আহমদ নুরুল ইসলাম, শামীম আজাদ, নুরুল আমিন, তসলিমা নাসরিন, বদরুন নেসা সাজু, মোশতাক আহমদ, সৈয়দ রাশেদ রেজা; 'অনুবাদ কবিতা'য় আফজল চৌধুরী, মহীবুল আজিজ, শিব প্রসাদ; সাক্ষাৎকার দেন কবি ময়ুখ চৌধুরী; গল্প লেখেন- চৌধুরী জহুরুল হক, মারলিন ক্লারা; ছড়া লেখেন সুকুমার বড়ুয়া, আলী ইমাম, লুৎফর

রহমান রিটন, নূর মোহাম্মদ রফিক, আমীরুল ইসলাম, আসলাম সানী, এয়াকুব সৈয়দ, আহসান মালেক, টিপু কিবরিয়া, রহীম শাহ, খালেদ সরফুদ্দীন, ফজলুল গণি মাহমুদ, আশীষ কুমার, অজিজ রাহমান, ফারুক হাসান, দর্পন বড়ুয়া দিপু; 'গ্রন্থসমালোচনা'য় শফিউল আজম ডালিমের উপন্যাস 'কোন পাপ করিনি' সম্পর্কে ডক্টর মোঃ আবুল কাসেম, রাশেদ রউফের কিশোরকাব্য 'আকাশের সীমানায় সূর্যের ঠিকানায়' সম্পর্কে ফজিলাতুননেসা, আনিল চক্রবর্তীর স্মরণকাব্য 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা' সম্পর্কে শামসুল হক হায়দরী, নুরুল আমিনের কাব্যগ্রন্থ 'লেগে আছে শ্যামল ছায়া' সম্পর্কে আহমেদ মাওলা আলোচনা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিচয়ে বের হলেও এই সাহিত্যসাময়িকীর মনোযোগী পাঠক একে চমৎকার একটি সাহিত্যসাময়িকী হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হবেন না বলেই আমাদের বিশ্বাস। ইতঃপূর্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৬-তে প্রকাশিত *পদক্ষেপ* শীর্ষক 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংকলন ২য় সংখ্যা'টিও এর প্রমাণ। এ রকম অনেকগুলো সাহিত্য-সংকলনের নাম এ পত্রিকায় অন্তভুর্ক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কর্তৃক নয়, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও এ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। যেমন- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রয়াত) মনোরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *গবেষণা* পত্রিকাটি। এর দুটি সংখ্যার সূচিপত্র দেখা যেতে পারে :

> ক. জানুয়ারি ১৯৮৮ সালে 'চট্টলার আদি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' : মনোরঞ্জন দাশ, 'নোয়াখালীর ছড়া' : খালেদ মাসুকে রসুল, 'জ্ঞান-সাধক রাসমোহন চক্রবর্তীর অবদান' : শ্রীমৎ ধর্ম রক্ষিত মহাথের, 'বিহারীলালের সারদা-তত্ত্ব' : নুরুল আমিন, 'বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় বৃষ্টিপাতের সফল প্রয়োগ' : আতাহারুল ইসলাম।
>
> খ. বর্ষাকালীন ১৩৯৩ বাংলা সংকলনে 'শামসুল আলম সাহেবকে যেমন দেখেছি' : ডক্টর কাজী আহমদ নবী, 'দুলাভাই শামসুল আলম' : মোহীত উল আলম, 'নির্মল এক আদর্শের জন্য' : রণজিৎ কুমার দে, 'চট্টলার একটি কিংবদন্তি : মহামুনি মেলা' : অসীম দাশগুপ্ত, 'সম্পদ হারিয়েছি' : অর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র, 'লোক-সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান রূপ' : ডক্টর মখদুম-ই-মুল্ক মাশরাফী, 'নোয়াখালীর ডাক ও খনার বচন' : খালেদ মাসুকে রসুল, '[নুরুল আমিনের] *আবুল মনসুর আহমদের কথাসাহিত্য*': ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।[২৫]

অবশ্যই স্বীকার্য যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্য-গবেষণা বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১ উদ্ধৃত: হায়াত হোসেন, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন বিতর্ক ও পরবর্তী অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', Chittagong University Studies: Special issue, Arts, Vol. IX, June 1993, p. 435

২ ঐ, পৃ. ৪৩৬

৩ উদ্ধৃত: ঐ, পৃ. ৪৩৬

৪ হায়াত হোসেন সম্পাদিত *স্মৃতি* শীর্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রজতজয়ন্তী স্মরণিকায় বলা হয়, ১৯৬৬ সালে ১৮ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। *স্মৃতি* ১৯৯২, পৃ. ৫

৫ ঐ পৃ. ১১ : 'তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ২১ আগস্ট... চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।'– শামসুল হোসাইন 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।

৬ মোহাম্মদ আলী, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: সূচনাপর্বের কিছু স্মৃতি', *সমাবর্তন ১৯৯৪ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*, পৃ. ২০

৭ ঐ, পৃ. ২০

৮ সৈয়দ আলী আহসান, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি', *সমাবর্তন ১৯৯৪ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*, পৃ. ১৫।

৯ ঐ, পৃ. ১৫

১০ ঐ, পৃ. ১৭

১১ ঐ, পৃ. ১৭

১২ চৌধুরী জহুরুল হক সম্পাদিত, *ঐতিহ্য* (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়; শহীদ স্মরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দিবস উদ্‌যাপন সংসদ, ৯ ফাল্গুন, ১৩৭৬), পৃ. (৮) + ২৮৮ + ১৮

১৩ নুরুল আমিন, *নজরুল ও অন্যান্য*, পূর্বোক্ত পৃ. ১৩৫

১৪ মুহম্মদ মজিরউদ্দীন মিয়া, *বাংলাদেশের গবেষণা পত্রিকা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২) পৃ. ২২১

১৫ দ্র. নুরুল আমিন, *পাণ্ডুলিপি* দ্বাবিংশ সংখ্যা ২০১৪, সম্পাদকীয় পৃ. ৫

১৬ খালেদা হানুম, 'প্রাসঙ্গিক কথা', *পাণ্ডুলিপি* দ্বাদশ (১৩৯৪) সংখ্যা, পৃ. ৩

১৭ মহীবুল আজিজ, *পাণ্ডুলিপি* ২০১৯ চতুর্বিংশ সংখ্যা, সম্পাদকীয় পৃ. ৩

১৮ Md. Sirajul Islam, 'The Poems of Al Mahmud: An Overview', *Chittagong University Studies*, Vol. 3, 1987, p. 38

১৯ আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : জীবন ও কবিতা', *Chittagong University studies*, Vol. VIII, 1992, p. 114

২০ ইমরান হোসেন, *The Chittagong University Journal of Arts and Humanities*, Vol. XV, June 1999, p. 'সম্পাদকীয়, ৭ সেপ্টম্বর, ২০০২'

২১ মুহিউদ্দিন আহমদ, Vol. XXIV, 2008, p. 106

২২ A.S.M. Borhan Uddin, 'Contemporary Bengali Muslim Society in the Literary works of Kazi Motahar Hossain: Thoughts on Education and Society', Vol. xxxiv, 2018, p. 223

২৩ মহিউদ্দিন শাহ আলম নিপু, 'চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: আমার সময় (১৯৭০-৭৬)' *সুবর্ণ জয়ন্তী*(২০১৬) সংখ্যা, পৃ. ৫৯

২৪ মিনার মনসুর সম্পাদিত বার্ষিকী ১৯৮০ দ্রষ্টব্য।

২৫ দ্র. মনোরঞ্জন দাশ সম্পাদিত *গবেষণা* জানুয়ারি ১৯৮৮ সংখ্যা ও বর্ষাকালীন ১৩৯৩ বাংলা সংখ্যা।